Contents

العقيدة الواسطية
আক্বীদা ওয়াসেত্বিয়া
(আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা)
تصنيف:
شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله (٧٢٨هـ)
মূলঃ শায়খুল ইসলাম আহমাদ বিন আব্দুল হালীম ইবনে তাইমিয়াহ্
ترجمة: مطيع الرحمن بن عبد الحكيم السلفي
অনুবাদঃ মুতীউর রহমান বিন আব্দুল হাকীম সালাফী
داعيه: المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بالدمام، المملكة العربية السعودية

العقيدة الواسطية

আক্বীদা ওয়াসেত্বিয়া

(আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা)

تاليف:

شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله

(٧٢٨هـ)

ترجمة:

مطيع الرحمن بن عبد الحكيم السلفي

মূলঃ

শায়খুল ইসলাম আহমাদ বিন আব্দুল হালীম ইবনে তাইমিয়াহ

অনুবাদঃ

মুত্বীউর রহমান বিন আব্দুল হাকীম সালাফী

আক্বীদা ওয়াসেত্বীয়া ২

প্রকাশকঃ
আব্দুল মুনঈম চৌধুরী
গ্রামঃ দক্ষিণ দুবাগ
পোঃ দুবাদ বাজার
সিলেট।

গ্রন্থস্বত্বঃ লেখকের।

প্রথম প্রকাশঃ মার্চ ২০০৩
ফাল্গুন ১৪০৯
মুহাররাম ১৪২৪

কম্পোজঃ ত্বরীকুল ইসলাম।

হাদিয়াঃ ৩০ (ত্রিশ) টাকা।

মুদ্রণে ঃ ইমাম প্রিন্টিং প্রেস, গ্রেটার রোড (কদম তলা), রাজশাহী।

AKEEDA OUASETIYA: by Shaikh Ahmad ibn Abdul Haleem ibn Taimiya, Translated by Motiur Rahman bin Abdul Hakeem. Published by Abdul Mon-em chowdhory, Vill- Dokkhin Dubag, p. o- Dubag Bazar, Sylhet.

সুচীপত্র

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ

আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কীয় হাদীস সমূহঃ

Contents

المقدمة

ভূমিকা

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক রাসূল ﷺ এঁর প্রতি।

মুসলিমদের মাঝে ইসলামী সংস্কৃতির প্রসার ও নির্ভেজাল কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের দাওয়াত এবং বিদ'আত ও কুসংস্কার মুক্ত সঠিক দ্বীনকে তাদের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রচারের জন্য সাঊদী আরবের প্রসিদ্ধ শহর দাম্মামে অবস্থিত ইসলামিক কাল্চারাল সেন্টার যে সকল বিষয়ে মুসলিমদের জ্ঞান লাভ করা অত্যন্ত প্রয়োজন, সে ধরণের মৌলিক বিষয় সমূহের সমাধান সম্বোলিত কতকগুলো বই অনুবাদ ও মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাতে মানবজাতি উপকৃত হতে পারে।

তার মধ্যে একটি মূল্যবান বই হচ্ছে, "আক্বীদা ওয়াসেতিয়া"। যার লেখক হলেন শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ)। সপ্তম ও অষ্টম হিজরী শতকে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ছিলেন একটি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের নাম। তিনি সংগ্রাম করেন শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে। তিনি সংগ্রাম করেন অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে, জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে আর সংগ্রাম করেন সমস্ত বাতিল মতবাদের বিরুদ্ধে। হিজরতে নববীর অর্ধ সহস্রাধিক বৎসর পর ইসলামের স্বচ্ছ ঝরণা ধারায় যেসব ময়লা আবর্জনা মিশে গিয়েছিল, দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সাধনার মাধ্যমে তিনি তাকে

আবিলতা মুক্ত করেন। তাঁর এই কিতাবখানি আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাতের গুরুত্বপূর্ণ আক্বীদার প্রতি আলোকপাত করেছে।

জামিয়া সালাফীয়া বেনারাসে অধ্যায়ন কালে এই বইটি পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পড়ার সুযোগ হয়। তখন থেকে বইটি পড়ে মুগ্ধ হই এবং তার বাংলা অনুবাদের তীব্র আকাংখা জন্মে।

বাংলা ভাষাভাষি ভাই-বোনেরা এর দ্বারা উপকৃত হলে আমার শ্রম স্বার্থক হবে বলে আশা করি। এই পুস্তকে অনুবাদ সংক্রান্ত বা মুদ্রণজনিত বা যে কোন প্রকার ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই আমাদের অবগত করালে সুধী পাঠকের পরামর্শ ও সুচিন্তিত অভিমত সাদরে গৃহীত হবে (ইনশা-'আল্লাহ্)।

মহান আল্লাহ্ যেন বইটির মূল লেখক, অনুবাদক ও সহযোগীতাকারী ভাইদের উত্তম প্রতিদান দান করেন এবং ইখলাস ও একনিষ্ঠতার সাথে তাঁর দ্বীনের অধিক খিদমতের সুযোগ প্রদান করেন (আমিন)।

অনুবাদকঃ

আবু মুহাম্মদ মুতীউর রহমান বিন আব্দুল হাকীম সালাফী

بسم الله الرحمن الرحيم

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ؛ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا . وَاشْهَدُ انْ لا اله الا اللّه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ؛ اقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا. وَاشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى اله وَسَلَّم تَسلِيمًا مَزِيدًا.

ঈমানের ছয় স্তম্ভঃ

নাজাতপ্রাপ্ত দলের আক্বীদা (মৌলিক বিশ্বাস), যেই দল কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্যপ্রাপ্ত থাকবে, সেই দলটি হ'ল আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত।

১- আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, তাঁর ফেরেশ্তাদের প্রতি বিশ্বাস, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস, তাঁর রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস এবং ভাল-মন্দ ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস।

প্রথম অধ্যায়

মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস(ঈমান)ঃ আর ইহাতে পাঁচটি পরিচ্ছেদ রয়েছেঃ

প্রথম পরিচ্ছেদঃ

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমানের (বিশ্বাসের) মৌলিক নীতিমালা ঃ

২- আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে ঃ তিনি স্বীয় কিতাবে তাঁর যে সমস্ত গুণাবলী বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর রাসুল মুহাম্মদ ﷺ তাঁর যে সব গুণাবলী বর্ণনা করেছেন তা কোন প্রকার বিকৃতি, অস্বীকৃতি ধরণ–গঠন বা সাদৃশ্য সাব্যস্ত না করে ঈমান (বিশ্বাস) স্থাপন করা ।

৩- বরং আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত, বিশ্বাস রাখেন যে,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الشورى : ١١)

অর্থাৎ- মহান আল্লাহর কোন কিছুই সাদৃশ্য নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সুরা শুরাঃ ১১)

৪- সুতরাং আল্লাহ যে সমস্ত গুণাবলী দ্বারা নিজেকে ভূষিত করেছেন তা তাঁরা অস্বীকার করেন না ।

৫-এবং আল্লাহর বাণীকে তাঁর স্থান হতে বিচ্যুতও করেন না।

৬- আর আল্লাহর নাম ও আয়াত সমূহের তাঁরা বিকৃতিও ঘটান না।

৭- আর তাঁরা আল্লাহর গুণাবলীকে তাঁর সৃষ্টির গুণাবলীর সাথে সাদৃশ্যও করেন না।

৮- কারণ আল্লাহ পাকের কেউ সমতুল্য নেই, তাঁর কোন সমকক্ষ নেই , তাঁর কেউ অংশীদার নেই এবং মহান আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির সাথে তুলনা করা যাবে না ।

৯- আল্লাহ পাক তাঁর সম্পর্কে ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখেন এবং তাঁর সৃষ্টি অপেক্ষা অধিক সত্য ও অতি উত্তম কথা বলেন।

১০- অতঃপর তাঁর সত্যবাদী রাসুলগণ যাঁদের সত্যায়ন করা হয়েছে (তাঁরা অন্যদের তুলনায় সর্বাধিক সত্য ও উত্তম কথা বলেছেন)। আর তারা এর পরিপন্থী, যারা এমন কথা বলে, যার সম্পর্কে তারা জ্ঞানহীন।

১১- তাই মহান আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الصافات : ١٨٠-١٨٢)

অর্থাৎ- পবিত্র তোমার পালনকর্তা যা তারা বর্ণনা করে থাকে তা থেকে সম্মানিত ও পবিত্র। রাসুলগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহর জন্য। (আস্‌সাফ্‌ফাতঃ ১৮০-১৮২)

১২- সুতরাং রাসুলগণের বিরোধীরা, যেসব গুণে আল্লাহকে ভূষিত করেছে তা থেকে তিনি নিজেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন এবং রাসুলগণের কথা-বার্তা ত্রুটি ও দোষ হতে নিরাপদ হওয়ার কারণে তাঁদের প্রতি সালাম পেশ করেছেন।

১৩- আল্লাহ পাক যে সব নাম ও গুণাবলী দ্বারা নিজেকে ভূষিত করেছেন তাতে ইতিবাচক ও নেতিবাচক গুণকে একত্রিত করেছেন।

১৪- অতএব রাসুলগণ যে বিধান নিয়ে আগমন করেছেন তা হতে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত অপসৃত হতে পারে না।

Contents

১৫- কারণ ইহাই হচ্ছে সহজ সরল পথ, তাঁদের পথ যাদেরকে আল্লাহ অনুগৃহীত করেছেন, তাঁরা হচ্ছেনঃ নবী-রাসূল, সিদ্দীক (অতি সত্যবাদী), শহীদ ও সৎ কর্ম- শীল ব্যক্তিবর্গ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ

আল্লাহ স্বীয় কিতাবে যে সমস্ত গুণাবলী দ্বারা নিজেকে ভূষিত করেছেন তাঁর প্রতি বিশ্বাসঃ

নিম্নে উল্লেখিত গুণাবলী উপরোক্ত বিষয়বস্তুর অন্তর্ভূক্তঃ

১৬- সূরা এখলাসে যে সব গুণাবলী দ্বারা আল্লাহ পাক নিজেকে ভূষিত করেছেন, যে সূরা কোরআনের এক তৃতীয় অংশের সমতুল্য। (সহীহ্ মুসলিম)

১৭-সুতরাং আল্লাহ পাকের এরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

অর্থাৎ-তুমি বল, তিনিই আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি জনকও নন জাতকও নন। এবং তাঁর সমতুল্যও কেউ নেই।(সূরা এখলাসঃ ১-৪)

১৮- এবং মহান আল্লাহ্ যে সমস্ত গুণাবলীতে স্বীয় কিতাবের এক মহান আয়াতে নিজেকে অলংকৃত করেছেন।

১৯- তাই এরশাদ হচ্ছেঃ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (البقرة: ٢٥٥)

অর্থাৎ- আল্লাহ তিনিই যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব সর্ববস্তুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সেই সকলই তাঁর মালিকানাধীন । তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে এমন কেউ আছে কি ? তাদের দৃষ্টির সম্মুখে এবং পিছনে যা কিছু রয়েছে সেই সকলই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা হতে কোন কিছুকেই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারে না, তবে যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমগ্র আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে । সেইগুলিকে সংরক্ষণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ, সর্বমহান । (সূরা বাক্বারাঃ ২৫৫)

২০- সুতরাং যে ব্যক্তি রাতে এই আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তাঁর উপর আল্লাহর পক্ষ হতে সারা রাত্রি সুরক্ষাকারী নিযুক্ত থাকে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তার নিকটবর্তী হবে না । (সহীহ্ বুখারীঃ ৩২৭৫)

আল্লাহ্ চিরঞ্জীব

২১- আল্লাহ পাকের বাণীঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ [الفرقان : ٥٨]

অর্থাৎ- আর তুমি চিরঞ্জীব আল্লাহর উপর ভরসা করে চলবে, যিনি মৃত্যু বরণ করবেন না। (সূরা ফুরক্বানঃ ৫৮)

আল্লাহর ইল্‌ম ও জ্ঞান

২২- মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেনঃ

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [الحديد: ٣]

অর্থাৎ- তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।
(সূরা আল-হাদীদঃ ৩)

২৩- আল্লাহ্ পাকের এরশাদঃ

وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * [التحريم: ٢]

অর্থাৎ- আর তিনিই (আল্লাহ) সর্বোজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
(সূরা আততাহরীমঃ ২)

২৪-আল্লাহ্ পাক আরো বলেনঃ

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا (سبا: ٢)

অর্থাৎ- তিনি অবগত রয়েছেন যা ভূগর্ভে প্রবেশ করে, যা তা হতে নির্গত হয় এবং যা আকাশ হতে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়। (সূরা সাবাঃ ২)

২৫- আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ [الأنعام: ٥٩]

অর্থাৎ- গায়েবের চাবি আল্লাহ্‌র নিকটেই রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত আর কেউ অবগত নন। স্থল ভাগে এবং জল ভাগে যা কিছু আছে সেই সকলই তিনি অবগত রয়েছেন। তাঁর অজ্ঞাতে বৃক্ষের একটি পাতাও ঝরতে পারে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যবীজ নেই এবং সরস নিরস কোন কিছু নেই যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে সন্নিবেশিত নেই। (আল-আনআমঃ ৫৯)

২৬- মহান আল্লাহ্‌ আরো বলেনঃ

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ (فاطر: ١١)

অর্থাৎ- আল্লাহ্‌র অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভও ধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। (ফাতিরঃ ১১)

২৭- আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا [الطلاق : ١٢]

অর্থাৎ- যাতে তোমরা জেনে নিতে পার যে, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ স্বীয় জ্ঞান দ্বারা সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। (আত্ তালাক্বঃ ১২)

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

২৮- মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ [الذاريات : ٥٨]

অর্থাৎ- আল্লাহই তো উপজীবিকা দান করে থাকেন। তিনি শক্তির আধার প্রবল পরাক্রান্ত। (আযযারিয়াতঃ ৫৮)

আল্লাহর শ্রবন ও দৃষ্টির গুণ

২৯- আল্লাহর বাণীঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى : ١١]

অর্থাৎ- তাঁর (আল্লাহর) সদৃশ কোন কিছুই নেই আর তিনি সর্ব-শ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (শুরাঃ১১)

৩০- আরোও এরশাদ হচ্ছেঃ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [النساء : ٥٨]

অর্থাৎ- আল্লাহ তোমাদেরকে কতই না উত্তম উপদেশ প্রদান করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (আননিসাঃ ৫৮)

আল্লাহর ইচ্ছার গুণ

৩১- আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

[الكهف:٣٩]

অর্থাৎ- তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করেছিলে তখন কেন এ কথা বললেনা যে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করে থাকেন তাই হয়ে থাকে, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তিই আমার নেই। (সূরা আল কাহাফঃ ৩৯)

৩২- তিনি আরো বলেন ঃ

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ [البقرة ٢٥٣]

অর্থাৎ- আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে পরিস্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নবী-রাসূলগণের পেছনে যারা ছিল তারা লড়াই করতো না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের কেউ তো ঈমান এনেছে, আর কেউ হয়েছে কাফের। আর আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা পরস্পর লড়াই করতো না, কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন। (আল-বাক্বারাঃ ২৫৩)

৩৩- তিনি আরো বলেন ঃ

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ [المائدة ١]

অর্থাৎ- তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, যা তোমাদের বিবৃত হবে তা ব্যতীত। কিন্তু এহ্রাম বাঁধা অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজের ইচ্ছা মত আদেশ প্রদান করে থাকেন। (আল-মায়েদাঃ ১)

৩৪- আরো এরশাদ হচ্ছেঃ

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ [الأنعام ١٢٥]

অর্থাৎ- আল্লাহ্ যাকে সৎ পথে পরিচালিত করতে প্রীত হন তার হৃদয়কে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে বিভ্রান্ত করতে চান তার অন্তরকে সংকুচিত করে দেন যা তার জন্য

আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। (আনআমঃ ১২৫)

আল্লাহর ভালবাসার গুণ

৩৫- মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেনঃ

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة : ١٩٥]

অর্থাৎ- মানুষের প্রতি উত্তম ব্যবহার কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ উত্তম ব্যবহারকারীদেরকে ভালবাসেন। (আল-বাক্বারাঃ ১৯৫)

৩৬- আল্লাহ্ পাক আরো বলেনঃ

وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الحجرات : ٩]

অর্থাৎ- আর তোমরা সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবিচার-কারীদেরকে ভালবাসেন । (আল-হুজরাতঃ ৯)

৩৭- আল্লাহ্ পাক আরো বলেনঃ

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ [التوبة : ٧]

অর্থাৎ- তারা যতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তিতে স্থির থাকবে তোমরাও ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের জন্য স্থির থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সংযমশীলদেরকে ভালবাসেন । (তাওবাহঃ ৭)

৩৮- আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة : ٢٢٢]

অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং পূত-পবিত্রদেরকে ভালবাসেন। (সূরা আল্ বাক্বারাহঃ ২২২)

৩৯- আরো বলেনঃ

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ [المائدة : ٥٤]

অর্থাৎ- অচিরেই আল্লাহ্ এমন সম্প্রদায়কে আনয়ন করবেন যাদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসেন এবং যারা আল্লাহ্কে ভালবাসে। (আল-মায়িদাহঃ ৫৪)

৪০- আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

[الصف : ٤]

অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন যারা শীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে। (আস্ সাফঃ ৪)

৪১- আল্লাহ্ পাক আরো বলেনঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

[آل عمران: ٣١]

অর্থাৎ- হে নবী ! তুমি বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহর সাথে ভালবাসা রাখতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ করে চল। ফলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশিকে মার্জনা করে দিবেন। (আলে-ইমরানঃ ৩১)

আল্লাহর সন্তুষ্টির গুণ

৪২- মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেনঃ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ [البينة : ٨]

অর্থাৎ- আল্লাহ্ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। (বাইয়েনাহঃ ৮)

আল্লাহর দয়ার গুণ

৪৩- মহান আল্লাহর বাণীঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [النمل : ٣٠]

অর্থাৎ- পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহর নামে। (আন্‌নামলঃ ৩০)

৪৪- আল্লাহ্ পাক আরো বলেনঃ

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا [غافر : ٧]

অর্থাৎ- হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। (আল্-মুমিনঃ ৭)

৪৫- আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেনঃ

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا [الأحزاب : ٤٣]

অর্থাৎ- তিনি (আল্লাহ) মুমিনদের প্রতি দয়াবান। (আল্-আহযাবঃ ৪৩)

৪৬- আল্লাহ্ পাক আরো বলেনঃ

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ [الأنعام : ٥٤]

অর্থাৎ- তোমাদের পালনকর্তা নিজের দায়িত্বে রহমত লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। (আল-আনআমঃ ৫৪)

৪৭- দয়াময় আরো বলেনঃ

وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [يونس : ١٠٧]

অর্থাৎ- তিনি ক্ষমাপরায়ণ, করুণা নিধান। (ইউনুসঃ ১০৭)

৪৮- দয়াময় আরো বলেনঃ

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ [يوسف : ٦٤]

অর্থাৎ- অতএব আল্লাহই উত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তিনি সর্বোত্তম অনুগ্রহপরায়ণ। (ইউসুফঃ ৬৪)

আল্লাহর ক্রোধ, অসন্তোষ ও ঘৃণার গুণাবলী

৪৯- আল্লাহর এরশাদঃ

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ [النساء : ٩٣]

অর্থাৎ- যদি কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তবে তাঁর শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে সে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। আল্লাহর ক্রোধ এবং অভিশাপও তার উপর বর্তাবে। (আন-নিসাঃ ৯৩)

৫০- আল্লাহর বাণীঃ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ [محمد: ٢٨]

অর্থাৎ- এটা এজন্য যাতে আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায়, তারা তারই অনুসরণ করে থাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের প্রয়াসকে অপ্রিয় বলে গণ্য করে। (মুহাম্মদঃ ২৮)

৫১- তিনি আরো বলেনঃ

فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ [الزخرف : ٥٥]

অর্থাৎ- যখন তারা আমাকে রাগান্বিত করল তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম। (আয-যুখরুফঃ ৫৫)

৫২- মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ [التوبة : ٤٦]

Contents

অর্থাৎ- কিন্তু আল্লাহ্ তাদের উত্থানকে অপছন্দ করে তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। (আত্তাওবাঃ ৪৬)

৫৩- আরো আল্লাহর বাণী

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ [الصف : ٣]

অর্থাৎ- তোমরা যা করনা, তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট বড়ই অসন্তোষজনক । (আছ্ছাফঃ ৩)

আল্লাহর আগমনের গুণ

৫৪- মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেনঃ

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ [البقرة : ٢١٠]

অর্থাৎ- তারা কি সে দিকেই তাকিয়ে রয়েছে যে, আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ মেঘমালার আড়াল হতে তাঁদের সম্মুখে আগমন করবেন ? আর তাতেই সবকিছু মীমাংসা হয়ে যাবে।(আল-বাক্বারাঃ ২১০)

৫৫- দয়াময় এরশাদ করেনঃ

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ [الانعام :١٥٨]

অর্থাৎ- তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের নিকট ফেরেশতা আগমন করবে কিংবা আপনার পালনকর্তা আগমন করবেন অথবা আপনার পালনকর্তার কোন নির্দেশ আসবে। (আল-আনআমঃ ১৫৮)

৫৬- মহান আল্লাহ পাক আরো বলেনঃ

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا * وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

[الفجر: ٢١-٢٢]

অর্থাৎ- ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভালবাসা অনুচিত। যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে এবং তোমার পালনকর্তা আগমন করবেন এবং ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন।
(আলফাজরঃ ২১-২২)

৫৭- মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا [الفرقان: ٢٥]

অর্থাৎ- সেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেয়া হবে। (আল ফুরক্বানঃ ২৫)

আল্লাহর চেহারার গুণ

৫৮- মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ [الرحمن: ٢٧]

অর্থাৎ- কেবলমাত্র তোমার মহিয়ান ও মহানুভব পালনকর্তার চেহারা (সত্ত্বা)অবিনশ্বর হয়ে বিরাজমান থাকবে ।(আর-রহমানঃ ২৭)

৫৯- দয়াময় আরো বলেনঃ

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ [القصص : ٨٨]

অর্থাৎ- তাঁর (আল্লাহর) চেহারা (সত্ত্বা) ব্যতীত অন্য সকল কিছুই ধ্বংসশীল। (কাসাসঃ ৮৮}

মহান আল্লাহর দুই হাতের প্রমাণ

৬০- মহান আল্লাহর এরশাদঃ

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ [سورة ص : ٧٥]

অর্থাৎ- আমি যাকে স্বহস্তে সৃষ্টি করলাম, তাঁর প্রতি সাজদায় অবনত হতে কিসে তোমাকে বাধা প্রদান করল ? (সূরা স্বাদ ঃ ৭৫)

৬১- আল্লাহ পাক আরো বলেনঃ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ [المائدة : ٦٤]

অর্থাৎ- ইয়াহুদরা বলে বেড়ায় যে, আল্লাহর হাত সঙ্কুচিত। তাদের হাত সঙ্কুচিত হোক এবং তাদের বক্তব্যের জন্য তারা অভিশপ্ত হোক। বরং আল্লাহর উভয় হস্ত সুপ্রসারিত। তিনি যে ভাবে ইচ্ছা ব্যয় করে থাকেন। (আল-মায়েদাহঃ ৬৪)

আল্লাহর দুই চক্ষুর প্রমাণ

৬২- মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا [الطور : ٤٨]

অর্থাৎ- আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় আপনি ধৈর্যধারণ করুন। আপনিতো আমার (আল্লাহর) দৃষ্টির সম্মুখেই রয়েছেন। (আত্তূরঃ ৪৮)

৬৩- দয়াময় আরো বলেনঃ

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ * تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ

[القمر:١٣-١٤]

অর্থাৎ- আমি কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত এক জলযানে নূহকে আরোহণ করালাম যা আমার দৃষ্টির সামনে পরিচালিত হত। তা ছিল প্রত্যাখ্যানকারী কাফেরের প্রতিফল স্বরূপ। (আল-ক্বামারঃ ১৩-১৪)

৬৪- মহান আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي [طه : ٣٩]

অর্থাৎ- (হে মূসা!) তোমার প্রতি আমার ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম এবং আমি এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যে, তুমি আমার দৃষ্টির সামনে লালিত-পালিত হও। (ত্বাহাঃ ৩৯)

মহান আল্লাহর শ্রবণ ও দৃষ্টির গুণ

৬৫- আল্লাহর বাণীঃ

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ [المجادلة : ١]

অর্থাৎ- আল্লাহ সেই নারীর কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর দরবারে অভিযোগ পেশ করছে। আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনে ন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (আল-মুজাদিলাঃ ১)

৬৬- তিনি আরো বলেনঃ

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا [ال عمران : ١٨١]

অর্থাৎ- আল্লাহ তাদের কথা শ্রবণ করেছেন যারা বলেছে, আল্লাহ হচ্ছেন অভাবগ্রস্থ আর আমরা বিত্তবান। তারা যা বলেছে আমি অবশ্যই তা লিপিবদ্ধ করব। (আলে ইমরানঃ ১৮১)

৬৭- মহান আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ

[الزخرف : ٨٠]

অর্থাৎ- তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শ শুনতে পাইনা? অবশ্যই আমি খবর রাখি। আর আমার ফিরিস্তাগণ তো তাদের নিকট থেকে সকল কিছুই লিপিবদ্ধ করে নিচ্ছে। (আয্-যুখরুফঃ ৮০)

৬৮- তিনি আরো বলেনঃ

إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى [طه : ٤٦]

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি। আমি সকলকিছু শুনি ও দেখি। (ত্বা-হাঃ ৪৬)

৬৯- মহান আল্লাহ্ অন্যত্র বলেনঃ

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى [العلق : ١٤]

অর্থাৎ- সে কি জানতে পারেনা যে, আল্লাহ সকল কিছুই দেখেন। (আল-আলাক্বঃ ১৪)

৭০- মহান আল্লাহ্ আরো এরশাদ করেনঃ

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ [الشعراء : ٢١٨-٢١٩]

অর্থাৎ- যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি নামাযে দন্ডায়মান হন এবং নামাযীদের সাথে উঠাবসা করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। (আশ্-শোআরাঃ ২১৮-২১৯)

Contents

৭১- আল্লাহর বাণীঃ

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ [التوبة : ١٠٥]

অর্থাৎ- আর তুমি বলে দাও, তোমরা আমল করে যাও, তার পরবর্তীতে আল্লাহ্ দেখবেন তোমাদের কাজ এবং দেখবেন রাসূল ও মুসলমানগণ। (আত-তাওবাহঃ ১০৫)

মহান আল্লাহর কৌশলের গুণ

৭২- আল্লাহর বাণীঃ

شَدِيدُ الْمِحَالِ [الرعد : ١٣]

অর্থাৎ- আর আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর কৌশলী। (আররাদঃ ১৩)

৭৩- আর আল্লাহ্ ফরমানঃ

وَ مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ [ال عمران : ٥٤]

অর্থাৎ- তারা ছলনার আশ্রয় গ্রহন করে, আল্লাহ্ও নিশ্চয় কৌশল প্রয়োগ করলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বোত্তম কৌশলী। (আল-ইমরানঃ ৫৪)

৭৪- আরো আল্লাহর বাণীঃ

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ [النمل : ٥٠]

অর্থাৎ- তারা চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছিলাম কিন্তু তারা বুঝতে পারে না। (আন-নামলঃ ৫০)

৭৫- তিনি আরো এরশাদ করেনঃ

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا * وَأَكِيدُ كَيْدًا [الطارق : ١٥ - ١٦]

অর্থাৎ- নিশ্চয় তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে চলেছে আর আমিও ভীষণ কৌশল অবলম্বন করে থাকি। (আতত্বারিকঃ ১৫-১৬)

মহান আল্লাহর ক্ষমা, রহমত, মান-মর্যাদা ও শক্তির গুণাবলী

৭৬- তাঁর বাণীঃ

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا

[النساء : ١٤٩]

অর্থাৎ- তোমরা যদি প্রকাশ্যভাবে কল্যাণজনক কাজ কর অথবা তা গোপনে কর বা যদি অপরাধ ক্ষমা করে দাও তবে মনে রাখবে আল্লাহ্ হচ্ছেন পরম মার্জনাকারী, মহাশক্তিশালী।(আননিসাঃ ১৪৯)

৭৭- দয়াময় আরো বলেনঃ

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

[النور: ٢٢]

অর্থাৎ- তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়, মার্জনা করে দেয়। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ্ তোমাদের ত্রুটি ক্ষমা করেন? বস্তুতঃ আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল অতীব দয়াময়। (সূরা নূরঃ ২২)

৭৮- মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ [المنافقون : ٨]

অর্থাৎ- ইজ্জত-সম্মানের অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ্ তদীয় রাসূল এবং মু'মিন সমাজ। (আল-মুনাফিকুনঃ ৮)

৭৯- মহান আল্লাহর বাণী ইবলিশ সম্পর্কেঃ

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ [ص : ٨٢]

অর্থাৎ- (ইবলীস বলে) আপনার ইজ্জতের শপথ, আমি অবশ্যই তাদের সকলকে বিভ্রান্ত করে ছাড়ব। (আস্সাদঃ ৮২)

আল্লাহর নামের প্রমাণ

৮০- আর আল্লাহর বাণীঃ

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ [الرحمن : ٧٨]

অর্থাৎ- তোমার পালনকর্তা যিনি মহিমামন্ডিত ও মহানুভব তাঁর নাম কতই না বরকতময়। (আর্রাহমানঃ ৭৮)

৮১- আল্লাহর বাণীঃ

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا [مريم : ٦٥]

অর্থাৎ- তুমি তাঁরই এবাদত কর এবং তাঁর এবাদতেই দৃঢ়তা অবলম্বন কর। তুমি কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন কাউকেও অবগত আছ ? (মারইয়ামঃ ৬৫)

আল্লাহর পবিত্রতা ও তাঁর সাদৃশ্যতার খন্ডনে নেতীবাচক গুণাবলী সম্পর্কীয় আয়াত সমূহঃ

৮২- মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ [الاخلاص : ٤]

অর্থাৎ- আর তাঁর সমতুল্যও কেউ নেই। (আল-ইখলাসঃ ৪)

৮৩- আল্লাহর বাণীঃ

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة : ٢٢]

অর্থাৎ- অতএব তোমরা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহর শরীক রূপে স্থির করবে না। (আল-বাক্বারাঃ ২২)

৮৪- আল্লাহর বাণীঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

[البقرة : ١٦٥]

অর্থাৎ- আর এমনও লোক রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে থাকে। তারা আল্লাহর ভালবাসার মতই তাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে থাকে। (আল-বাক্বারাহঃ ১৬৫)

৮৫- আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا [الاسراء : ١١١]

অর্থাৎ- তুমি বল, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যই যিনি সন্তান গ্রহন করেন না, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদার নেই এবং তিনি কোনরূপ দূর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং তুমি স্বসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর। (বনী ইস্‌রাঈলঃ ১১১)

৮৬- আল্লাহর বাণীঃ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [التغابن : ١]

অর্থাৎ- আসমান ও জমীনে যা কিছু রয়েছে সেই সমস্তই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে থাকে। সার্বভৌম

ক্ষমতার মালিক তিনিই এবং তাঁর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। বস্তুতঃ তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (আত্ তাগাবুনঃ ১)

৮৭- তাঁর আরো বাণীঃ

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا * الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا [الفرقان : ١-٢]

অর্থাৎ- কতইনা বরকতময় (প্রাচুর্যময়) তিনি, যিনি তাঁর বান্দাহ্র উপরে ফুরক্বান (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। যাতে তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন। তিনি এমন সত্ত্বা যাঁর হাতে রয়েছে আকাশমন্ডল ও ভূমন্ডলের সার্বভৌম ক্ষমতা। তিনি সন্তান গ্রহন করেন না। সার্বভৌম ক্ষমতায় তাঁর কোন শরীক (অংশীদার) নেই। তিনি প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন তারপর তার পরিমাণ যথোচিতভাবে নির্ধারণ করেছেন।

(আল-ফুরক্বানঃ ১- ২)

৮৮- আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ * عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ [المؤمنون : ٩١ - ٩٢]

অর্থাৎ- আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহন করেননি, তাঁর সাথে কোন ইলাহ্ নেই। যদি থাকত তা হলে প্রত্যেক ইলাহ্ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত। আর একে অপরের উপর প্রধান্য বিস্তার করত। তারা যা বলছে তা হতে আল্লাহ্ মহাপবিত্র। তিনি দৃশ্য ও

অদৃশ্যের মহাবিজ্ঞ। তারা যা শরীক করে থাকে তিনি তার বহু উর্দ্ধে। (আল-মু'মিনূনঃ ৯১-৯২)

৮৯- দয়াময় আরো বলেনঃ

فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون [النحل :٧٤]

অর্থাৎ-সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাদৃশ্যাবলী বর্ণনা করিও না, নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জাননা। (আন্ নাহ্লঃ ৭৪)

৯০- তিনি আরো বলেনঃ

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون [الاعراف : ٣٣]

অর্থাৎ- তুমি বল, আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র প্রকাশ্য ও গোপনীয় অশ্লীল বিষয়সমূহকে হারাম করেছেন। আর তিনি হারাম করেছেন তোমাদের আল্লাহর শরীক করাকে, যার তিনি কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি। তোমাদের জ্ঞান ব্যতিরেকে আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদের কথা বলাও তিনি হারাম করেছেন। (আল-আরাফঃ ৩৩)

আল্লাহ্ আরশের উপর সমাসীন

৯১- মহান আল্লাহর বাণীঃ

الرحمن على العرش استوى [طه : ٥]

অর্থাৎ-দয়াময় আল্লাহ্ আরশের উপর সমাসীন রয়েছেন। (ত্বাহাঃ ৫)

৯২- আরো তাঁর বাণীঃ

ثم استوى على العرش [الاعراف: ٥٤]

অর্থাৎ- অতঃপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।
(আরাফঃ ৫৪)
মহান আল্লাহ্ একথাটি ছয় জায়গায় এরশাদ করেছেন।
(আরাফঃ ৫৪, ইউনুসঃ ৩, রাদঃ ২, ফুরক্বানঃ ৫৯, সাজদাহঃ ৪, হাদীদঃ ৪)

আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির উর্দ্ধে হওয়ার প্রমাণ

৯৩- মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ [آل عمران : ٥٥]

অর্থাৎ- হে ঈসা আমি তোমাকে গ্রহন করে নিব এবং আমার নিকট উঠিয়ে আনব। (আল-ইমরানঃ ৫৫)

৯৪- তিনি আরো বলেনঃ

بل رفعه الله إليه [النساء : ١٥٨]

অর্থাৎ- এবং আল্লাহ তাঁর দিকে তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন। (আননিসাঃ ১৫৮)

৯৫- তিনি আরো বলেনঃ

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه [فاطر: ١٠]

অর্থাৎ- তাঁর নিকটেই পবিত্র বাণী সমূহ আরোহণ করে থাকে এবং সৎকর্মকে উন্নীত করে থাকে। (ফাতিরঃ ১০)

৯৬- আল্লাহ্র বাণীঃ

ياهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب * أسباب السموات فأطلع

إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا [غافر : ٣٦-٣٧]

অর্থাৎ- হে হামান তুমি আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর যাতে আমি অবলম্বন পেতে পারি। আসমানে আরোহনের অবলম্বন। ফলে আমি মূসার ইলাহ্‌কে দেখতে পাব। আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। (আল মূমিনঃ ৩৬-৩৭)

৯৭- আল্লাহ্‌ বলেনঃ

أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور * أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير

[الملك : ١٦-١٧]

অর্থাৎ- তোমরা কি নিরাপদ হতে পেরেছ যে, যিনি আকাশে অবস্থিত রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন না? তখন আকস্মিক ভাবে জমীন থর থর করে কাঁপতে থাকবে। অথবা তোমরা কি নিরাপদ হতে পেরেছ যে, আকাশের অধিপতি তোমাদের উপর কঙ্কর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে যে, আমার সতর্কবাণী কিরূপ ছিল (আল মুল্‌কঃ ১৬-১৭)

আল্লাহ্‌ তাঁর সৃষ্টির সাথে থাকার প্রমাণ

৯৮- মহান আল্লাহ্‌ এরশাদ করেনঃ

هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير [الحديد : ٤]

অর্থাৎ- তিনি ছয় দিবসে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। ভূগর্ভে যা

প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে উদগত হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু অবতীর্ণ হয় ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয় সে সকলই তিনি অবগত আছেন। তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের সম্যক দ্রষ্টা। (আল-হাদীদঃ ৪)

৯৯- আল্লাহ্‌র বাণীঃ

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [المجادلة : ٧]

অর্থাৎ- তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসাবে আল্লাহ্ উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে ষষ্ঠ জন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। তারা তদপেক্ষা কমই হোক কিংবা বেশীই হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে রয়েছেন। আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত। (আল-মুজাদিলাঃ ৭)

১০০- আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا [التوبة : ٤٠]

অর্থাৎ- বিষন্ন হইওনা.নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সাথেই রয়েছেন। (আত তাওবাহ- ৪০)

১০১- আল্লাহ্‌র বাণীঃ

إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى [طه : ٤٦]

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে রয়েছি। (ত্বাহাঃ ৪৬)

১০২- তিনি আরো বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ [النحل : ١٢٨]

অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন যারা সংযমশীল ও সৎকর্মশীল। (আননাহলঃ ১২৮)

১০৩- দয়াময় এরশাদ করেনঃ

وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ [الانفال : ٤٦]

অর্থাৎ- আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (আল-আনফালঃ ৪৬)

১০৪- তাঁর বাণীঃ

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

[البقرة : ٢٤٩]

অর্থাৎ- আল্লাহর হুকুমে অল্প সংখ্যক মানুষের দলই বিরাট দলের মুকাবিলায় জয়ী হয়েছেন। যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তাদের সাথে আছেন। (আল-বাক্বারাঃ ২৪৯)

মহান আল্লাহর কথার প্রমাণ

১০৫- মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا [النساء : ٨٧]

অর্থাৎ- আল্লাহ্ অপেক্ষা কথার দিক দিয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে ? (আননিসাঃ ৮৭)

১০৬- আল্লাহ্ এরশাদ করেনঃ

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا [النساء : ١٢٢]

অর্থাৎ- কথার দিক দিয়ে আল্লাহ্ হতে অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে ? (আন্‌নিসাঃ ১২২)

১০৭- তিনি বলেনঃ

وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم [المائدة : ١١٦]

অর্থাৎ- স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বললেন হে মরিয়ম পুত্র ঈসা ! (আল-মায়িদাহঃ ১১৬)

১০৮- তাঁর বাণীঃ

وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا [الأنعام : ١١٥]

অর্থাৎ- সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার বিচারে তোমার পালনকর্তার বাণীসমূহ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। (আল-আন্‌আমঃ ১১৫)

১০৯- আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

وكلم الله موسى تكليما [النساء : ١٦٤]

অর্থাৎ- আল্লাহ মূসার (আঃ) সাথে সরাসরি কথোপকথন করেছেন। (আন্‌নিসাঃ১৬৪)

১১০- দয়াময় আরো বলেনঃ

منهم من كلم الله [البقرة : ٢٥٣]

অর্থাৎ- তাদের মধ্যে কারও সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন। (আল-বাক্বারাঃ ২৫৩)

১১১- মহান আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه [الأعراف ١٤٣]

অর্থাৎ- যখন মূসা (আঃ) নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর সাথে তাঁর প্রভূ বাক্যালাপ করলেন।(আল-আ'রাফঃ ১৪৩)

১১২- আল্লাহ্‌র বাণীঃ

وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا [مريم : ٥٢]

অর্থাৎ- আমি তাঁকে (মূসাকে আঃ) তূর পর্বতের দক্ষিণ দিক হতে আহবান করেছিলাম এবং অন্তরঙ্গ আলাপে তাঁকে নৈকট্য দান করেছিলাম। (মারয়্যামঃ ৫২)

১১৩- তিনি আরো বলেনঃ

وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين [الشعراء : ١٠]

অর্থাৎ- তুমি স্মরণ কর, যখন তোমার পালনকর্তা মূসাকে ডেকে বললেন, তুমি যালিম সম্প্রদায়ের নিকট গমন কর।
(আশ-শুরাঃ ১০)

১১৪- তিনি বলেনঃ

ونادهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة [الاعراف : ٢٢]

অর্থাৎ- তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এই বৃক্ষ হতে নিষেধ করিনি ? (আল-আরাফঃ ২২)

১১৫- তিনি আরো বলেনঃ

ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون [القصص:٦٢]

অর্থাৎ- সেদিন তাদেরকে আহবান করে তিনি (আল্লাহ্) বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক বলে গণ্য করতে তারা কোথায়? (আল-ক্বাসাসঃ ৬২)

১১৬- তাঁর বাণীঃ

ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين [القصص : ٦٥]

অর্থাৎ- সেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রাসূলদের কি জওয়াব দিয়েছিলে ? (আল-কাসাসঃ ৬৫)

১১৭- আল্লাহ্ বলেনঃ

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله

[التوبة : ٦]

অর্থাৎ- যদি মুশরিকদের মধ্য হতে কেউ তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে তাকে আশ্রয় প্রদান কর। শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর বাণী শ্রবণ করতে পারে। (আততাওবাঃ ৬)

১১৮- আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه

وهم يعلمون [البقرة : ٧٥]

অর্থাৎ- তাদের মধ্যে একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত। অতঃপর তারা তা জেনে বুঝে পরিবর্তন করে দিত।(আল-বাক্বারাহঃ ৭৫)

১১৯- তিনি আরো বলেনঃ

يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا [الفتح : ١٥]

অর্থাৎ- তারা আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করতে চায়। তুমি বল তোমরা কোনক্রমেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবে না। (আল-ফাত্‌হ্ঃ ১৫)

১২০- আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته[الكهف:٢٧]

অর্থাৎ- তোমার নিকট প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রভুর কিতাব তুমি আবৃত্তি কর। তাঁর বাক্য সমূহে পরিবর্তনকারী এমন কেউ নেই। (আল-কাহাফঃ ২৭)

১২১- তাঁর আরো বাণীঃ

إن هذا القرءان يقص على بني إسرائيل [النمل : ٧٦]

অর্থাৎ- এই কোরআন বাণী ইসরাঈল গোত্রের নিকট বর্ণনা করে থাকে। (আননামলঃ৭৬)

কোরআন আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হওয়ার প্রমাণ ঃ

১২২ -মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেনঃ

وهذا كتاب أنزلناه مبارك [الانعام : ١٥٥]

অর্থাৎ- আর এটা কোরআন এমন একটি গ্রন্থ যা বরকতপূর্ণ করে আমি অবতীর্ণ করেছি। (আল-আনআমঃ ১৫৫)

১২৩- তিনি আরো বলেনঃ

لو أنزلنا هذا القرءان على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله

[الحشر: ٢١]

অর্থাৎ- যদি আমি এই কোরআনকে পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি তাকে আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ দেখতে পেতে। (আল-হাশরঃ ২১)

১২৪- আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

وإذا بدلنا ءاية مكان ءاية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل

أكثرهم لا يعلمون * قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت

الَّـذِيـنَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ * وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ

[النحل : ١٠١-١٠٣]

অর্থাৎ- আমি যখন এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াতকে বদল করে থাকি, আর আল্লাহ উত্তমরূপে অবগত আছেন যা তিনি অবতীর্ণ করে থাকেন । তখন তারা বলে থাকে তুমি কেবল মাত্র মিথ্যা উদ্ভাবন করে থাক। কিন্তু তারা অধিকাংশই অবগত নয়। তুমি বল, তোমার পালনকর্তার পক্ষ হতে জিব্রাঈল তা যথাযথভাবেই অবতীর্ণ করেছেন , যাতে মুমিনদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করবার জন্য এবং এটা মুসলিম জনগণের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ।আমি অবশ্যই জানি যে, তারা বলে থাকে, তাঁকে জনৈক ব্যক্তি শিক্ষা প্রদান করে থাকে। যার প্রতি তারা এটা আরোপ করে থাকে তার ভাষা অনারবী অথচ এই কোরআন সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ণ। (আননাহলঃ ১০১-১০৩)

ঈমানদারগণ কিয়ামতের দিবসে তাদের পালনকর্তার দ্বীদার লাভ করবেন তার প্রমাণঃ

১২৫- মহান আল্লাহ্র বাণীঃ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (القيامة: ٢٢-٢٣)

অর্থাৎ- সেই কিয়ামত দিবসে কতকগুলি মুখমন্ডল আনন্দোৎফুল্ল হবে । তারা তাদের পালন কর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে ।

(আল্ কিয়ামতঃ ২২-২৩)

১২৬- মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ [المطففين: ٢٣]

অর্থাৎ- তারা সুসজ্জিত আসনে সমাসীন থেকে অবলোকন করতে থাকবে। (আল্ মুতাফ্ফিফীনঃ ২৩)

১২৭- মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ [يونس: ٢٦]

অর্থাৎ- যারা কল্যাণকর কাজ করে,তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ আরো অধিক। (ইউনুসঃ ২৬)

১২৮- আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ [ق: ٣٥]

অর্থাৎ- সেখানে তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং তারও অধিক আমার নিকট রয়েছে। (ক্বাফঃ ৩৫)

(زيادة ও مزيد (অধিক) এর তফসীর আল্লাহ্র দীদার ও দর্শন) (অনুবাদক)

১২৯- মহাগ্রন্থ আল্ কুর্আনে এই ব্যাপারে অনেক কিছু বর্ণিত হয়েছে।

১৩০- যে ব্যক্তি কুর্আন দ্বারা সঠিক পথ হাসিলের উদ্দেশ্যে তাতে গবেষণা করবে তার জন্য সঠিক পথ সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ

রাসূল ﷺ তাঁর পালনকর্তাকে যেসব গুণে ভূষিত করেছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

১৩১- অতঃপর রাসূল ﷺ এর সুন্নাত (হাদিস) আলকুরআনের তফসীর ও বিশ্লেষণ করে এবং তার ভাব প্রকাশ করে।

১৩২- রাসূল ﷺ তাঁর প্রভুকে সহীহ্ হাদীস সমূহে যেসব গুণে ভূষিত করেছেন, আর সেই সব হাদীস হাদীসের পন্ডিতগণ সাদরে গ্রহন করেছেন, তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা অত্যাবশ্যক।

আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কীয় হাদীস সমূহঃ

মহান আল্লাহ্র প্রথম আকাশে অবতরণের প্রমাণঃ

১৩৩- যেমন রাসূল ﷺ এর বাণীঃআমাদের প্রতিপালক প্রতি রাত যখন রাতের শেষ তৃতীয় অংশ বাকী থাকে তখন প্রথম আকাশে অবতরণ করেন আর বলেন, কে আমার নিকট দুআ করবে? যার দু'আ আমি কবূল করব। কে আমার নিকট কামনা করবে, তাকে আমি প্রদান করব। কে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাকে আমি ক্ষমা করব। (বুখারী ও মুসলীম)

আল্লাহ্র প্রসন্নতার প্রমাণঃ

১৩৪- রাসূল ﷺ বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দার তাওবার উপর তোমাদের সেই ব্যক্তির অপেক্ষা অধিক খুশি হন, যার আরোহণের উষ্ট্র হারিয়েছে অতঃপর নিরাশ হওয়ার পরে তা পেয়েছে। (বুখারী ও মুসলীম)

আল্লাহ্র হাসির প্রমাণঃ

১৩৫- আল্লাহ্ দুইটি লোককে দেখে হাসেন, যাদের এক অপরকে হত্যা করে অতঃপর দুই জনেই জান্নাতে প্রবেশ করে। (বুখারী ও মুসলীম)

(অর্থাৎ- যদি একজন কাফের অবস্থায় কোন মুসলিমকে মারে, অতঃপর সেই কাফের ইসলাম গ্রহন করে মারা যায়, এই ভাবে তারা দুজনেই জান্নাতবাসী হয়)

আল্লাহ্র বিস্ময়ের ও অন্যান্য গুণাবলীর প্রমাণঃ

১৩৬- রাসূল ﷺ বলেন, আমাদের প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের নৈরাশ্যতা দেখে আশ্চর্য্য হন, অথচ তার অবস্থার পরিবর্তন অতি নিকটে। তিনি তোমাদের দেখেন নিরাশ অবস্থায়, অতঃপর হেসে ফেলেন। তিনি জানেন যে তোমাদের উদ্ধার সন্নিকটে। হাদীসটি হাসান। (মুসনাদে আহ্মাদ ৪/১১ ও ইবনে মাজাহ ১৮১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্র পায়ের প্রমাণঃ

১৩৭- নবী ﷺ এর বাণীঃ আল্লাহ্ নরকে পাপীদের নিক্ষেপ করতে থাকবেন আর সে বলতে থাকবে, আরও অধিক কি কিছু রয়েছে? এমনকি তাতে মহান আল্লাহ্ নিজ পা রেখে দেবেন, তখন নরকের এক অংশ অপরের সাথে সঙ্কুচিত হয়ে যাবে এবং বলবে, ব্যস, ব্যস, হয়েছে, হয়েছে। (বোখারী ও মুসলীম)

আল্লাহ্‌র কথাবার্তা ও আওয়াজের প্রমাণঃ

১৩৮- নবী ﷺ এর বাণীঃ মহান আল্লাহ্ বলেন হে আদম! তখন তিনি বলবেন, হে আল্লাহ্ তোমার দরবারে উপস্থিত। সুতরাং আল্লাহ্ উচ্চস্বরে ডাক দিবেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নির্দেশ যে, তুমি নিজ সন্তানদের মধ্যে হতে নরকবাসীদের বের করে দাও। (বোখারী ও মুসলীম)

১৩৯- তোমাদের মাঝে এমন কেউ নেই, যার সাথে তার পালনকর্তা কথা বলবেন না। তার ও তার প্রভুর মাঝে কোন আড় অথবা অনুবাদক থাকবেনা। (বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ্‌র সর্বোচ্চ হওয়ার প্রমাণঃ

১৪০- নবী ﷺ এর বাণীঃ রুগী ব্যক্তির ঝাঁড়-ফুঁকের সম্পর্কেঃ আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্, যিনি আকাশে রয়েছেন। তোমার নাম পবিত্র। তোমার আদেশ আসমান ও জমীনে বিরাজমান। যেমন তোমার রহমত আকাশে রয়েছে, তেমনি রহমত তোমার জমীনে বর্ষণ কর। আমাদের গুনাহ্ ও ত্রুটি ক্ষমা কর। তুমি পবিত্রদের প্রভু। তুমি নিজ রহমত হতে এই রোগের আরোগ্য অবতীর্ণ কর। (আবু দাউদ, যঈফ)

১৪১- তিনি ﷺ আরো বলেন, তোমরা কি আমাকে বিশ্বস্ত মনে করনা অথচ, আমি সেই সত্ত্বার বিশ্বস্ত যিনি আকাশে রয়েছেন। (বোখারী ও মুসলিম)

১৪২- তিনি ﷺ আরো বলেন, আরশ (সিংহাসন) তার উপর এবং আল্লাহ্ আরশের উপর সমাসীন। আর তিনি তোমাদের

অবস্থা সম্পর্কে অবগত। (আবু দাউদ,যয়ীফ তিরমিযী ও অন্যান্য)

১৪৩- নবী ﷺ জনৈকা বালিকাকে বলেন, আল্লাহ্ কোথায় রয়েছেন? সে বলল, আকাশে রয়েছেন। তিনি ﷺ বললেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি ﷺ বললেন, তাকে স্বাধীন করে দাও। কারণ সে ঈমানদার বালিকা। (মুসলিম)

আল্লাহ্‌র সাথে হওয়ার প্রমাণ ঃ

১৪৪- নবী ﷺ এর বাণীঃ সর্বোত্তম ঈমান হল, একথা জানা যে, তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহ তোমার সাথেই রয়েছেন। (হাদিসটি হাসান)(আবুনুআইম) (১)

(১) লেখকের নিকট হাদিসটি হাসান, কিন্তু আলবানী (রঃ) হাদিসটিকে যয়ীফ বলেছেন। (দেখুন আলজামেউস্সাগীর- ১১০০)

১৪৫- যখন তোমাদের কেউ সালাতে (নামাযে) দাঁড়ায়, তখন আল্লাহ তার সামনে থাকেন। সুতরাং নিজ সামনে এবং ডানে থুথু নিক্ষেপ করবেনা। বরং তার বাম দিকে অথবা পায়ের নিম্নস্থানে থুথু নিক্ষেপ করবে। (বোখারী ও মুসলীম)

আল্লাহ্‌র বিভিন্ন গুণাবলীর প্রমাণঃ

১৪৬- রাসূল ﷺ এর বাণীঃ হে আল্লাহ! সাত আকাশ ও মহান আরশের মালিক! আমাদের প্রতিপালক এবং সমস্ত জিনিসের প্রতিপালক! দানা ও বীজে ফাটল দাতা! তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন অবতীর্ণকারী! তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি প্রত্যেক জীবের অমঙ্গল হতে, যার জীবনের তুমি মালিক। হে

আল্লাহ তুমি আদি (প্রথম), তোমার পূর্বে কোন কিছু নেই। তুমি অনন্ত, তোমার পর কোন কিছু নেই। তুমি প্রকাশ্য, তোমার উপর কোন কিছু নেই। তুমি গোপন তোমার নিম্নে কোন কিছু নেই। তুমি আমার ঋণ পরিশোধ কর, এবং দারিদ্রতা মোচন কর। (মুসলিম হাদিস নং-২৭১৩)

মহান আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হওয়ার প্রমাণঃ

১৪৭- রাসূল ﷺ এর সাহাবাগণ যখন উচ্চস্বরে যিকির করছিলেন তখন তিনি বলেন, হে মানব! তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। কারণ তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত কে ডাকো না, বরং তোমরা সর্বশ্রোতা ও নিকটবর্তীকে ডেকে থাকো। নিশ্চয় তোমরা যে সত্ত্বাকে ডেকে থাকো, তিনি তোমাদের আরোহীর ঘাড় অপেক্ষা নিকটবর্তী।
(বোখারী ও মুসলীম)

১৪৮- আরো রাসূল ﷺ বলেন, নিশ্চয় তোমরা নিজ প্রতিপালককে দেখবে, যেমন তোমরা পূর্ণিমার রাতের চাঁদ দেখে থাক, তা দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট হয়না। সুতরাং যদি তোমাদের দ্বারা সম্ভব হয়, তবে সূর্য উদয় ও সূর্য অস্তের পূর্বের নামাজকে হারাবেনা। তাহলে তা অবশ্যই পাবে।
(বোখারী ও মুসলীম)

১৪৯- এছাড়াও এই ধরনের হাদিস রয়েছে, যাতে রাসূল ﷺ তাঁর পালনকর্তা সম্পর্কে এমন সব বিবরণ দিয়েছেন, যা মহান আল্লাহ্ তাঁকে অবহিত করেছেন।

১৫০- আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআহ্, যারা পরিত্রান প্রাপ্তদল, তারা এসমস্ত আক্বীদার প্রতি দৃঢ় ঈমান ও বিশ্বাস রাখেন।

অনুরূপ তারা সে সমস্ত গুণাবলীতে বিশ্বাস রাখেন, যা মহান আল্লাহ্ স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন। তাতে কোন বিকৃতি করেন না, অস্বীকৃতিও জানাননা এবং তার কোন সাদৃশ্যতা পোষণ করেননা ও কোন জিনিসের সাথে তাঁর তুলনাও করেন না ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ

এই উম্মতের দল সমূহের মধ্যে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত মধ্যপন্থীঃ

১৫১- আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার দল সমূহের মাঝে মধ্যপন্থী, যেরূপ এই উম্মত সমস্ত উম্মতের মাঝে মধ্যপন্থি ।

১৫২- সুতরাং তারা মহান আল্লাহ্‌র গুণাবলীর ক্ষেত্রে গুণাবলীর অস্বীকৃতিদানকারী দল 'জাহ্‌মিয়াহ্' ও সাদৃশ্যতা পোষণকারী দল 'মুশাব্বিহার' মাঝামাঝি রয়েছেন ।

১৫৩- এবং মহান আল্লাহ্‌র কার্যাবলীর ক্ষেত্রে "কাদরিয়া" ও "জাবরিয়ার" মাঝামাঝি রয়েছেন।

১৫৪- আর আল্লাহ্‌র শাস্তির ক্ষেত্রে "মুরজিয়াহ্" ও "কাদরিয়া-হ্‌র" অর্ন্তভূক্ত "ওয়াইদিয়াহ"ও অন্যান্যদের মাঝামাঝি রয়েছেন ।

১৫৫- আর ঈমান ও ধর্মের (দ্বীনের) ক্ষেত্রে "হারুরীয়াহ্" ও "মু'তাযিলাহ্" এবং "মুরজিয়াহ্" ও "জাহ্‌মিয়াহ্‌র" মাঝামাঝি রয়েছেন ।

১৫৬- আর রাসূল ﷺ এর সাহাবাগণের ক্ষেত্রে "রাফেযা" (শিয়াহ্)"খারেজীদের" মাঝামাঝি রয়েছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ

মহান আল্লাহ্র আকাশসমূহের উপর আরশে সমাসীন হওয়ার প্রতি বিশ্বাস তাঁর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসের অর্ন্তভূক্ত।

সুতরাং আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের যে আলোচনা করেছি তারমধ্যে নিম্নউল্লেখিত বস্তু শামিলঃ

১৫৭- মহান আল্লাহ্ স্বীয় কিতাবে তাঁর যে সমস্ত গুণাবলীর কথা বলেছেন ও রাসূল (ﷺ) হতে তা অকাট্য ভাবে প্রমাণিত এবং এই উম্মাতের সালাফগণ (সাহাবা ও তাবেয়ীগণ) যে সমস্ত ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, আল্লাহ্ পাক আকাশের উপরে আরশে সমাসীন রয়েছেন, তাঁর সৃষ্টির উপর তিনি মহাউচ্চ এবং বান্দাগণ যেখানেই থাকে, আল্লাহ্ পাক তাদের সাথে রয়েছেন। যা কিছু তারা করে সব কিছুই তিনি জানেন।

১৫৮- যেমন ভাবে মহান আল্লাহ্ তাঁর এই বাণীতে উপরোক্ত দুটো বস্তু বর্ণনা করেছেনঃ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (حديد:٤)

অর্থাৎ- তিনি ছয়দিবসে আসমান ও জমীন সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন। ভূগর্ভে যাকিছু প্রবেশ করে ও যাকিছু তা হতে উদগত হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু অবতীর্ণ হয় ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়, সেই সকলই তিনি অবগত আছেন। তোমরা যেখানেই থাকনা কেন, তিনি

তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্মের সম্যক দ্রষ্টা। (আল্ হাদীদঃ ৪)

১৫৯- মহান আল্লাহ্ যে বলেছেন,"وهو معكم" "তিনি তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন"। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি সৃষ্টির মাঝে মিশে রয়েছেন। কারণ আরবী ভাষাও এই অর্থ নিতে বাধ্য করেনা। এছাড়া এটা এই উম্মতের সালাফগণ (সাহাবা ও তাবেয়ীনগণ) যে সম্পর্কে ঐক্যমত হয়েছেন, তার পরিপন্থি কথা এবং সৃষ্টি জগতকে যেই প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তারও পরিপন্থী কথা।

১৬০- বরং চাঁদ আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন, আল্লাহ্র একটি ক্ষুদ্র সৃষ্টি। আর তা আকাশে অবস্থিত থাকা সত্য ও মুসাফির (পথিক) মুকিম (বাড়ীতে অবস্থানকারী), যেখানেই থাকনা কেন, চাঁদ তাদের সাথেই রয়েছে।

১৬১- আর আল্লাহ্ পাক আরশের উপর থেকে তার সৃষ্টির প্রতি পর্যবেক্ষণ করেন, তাদের সংরক্ষক ও তাদের সম্পর্কে ওয়াকেফহাল রয়েছেন। এছাড়াও আরো অনেক গুণাবলী মহান পালনকর্তার রয়েছে।

১৬২- এ সমস্ত কথা যা আল্লাহ্ পাক বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আরশের উপর সমাসীন রয়েছেন এবং তিনি আমাদের সাথেও রয়েছেন। তা চির সত্য, যার বিকৃতির প্রয়োজন নেই, কিন্তু মিথ্যা সংশয় থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ

মহান আল্লাহ্‌র তাঁর সৃষ্টির নিকটবর্তী হওয়া তার প্রতি ঈমানের অর্ন্তভূক্তঃ

সুতরাং এর মধ্যে শামিলঃ

১৬৩- একথার প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস রাখা যে, তিনি তাঁর সৃষ্টির অতি নিকটবর্তী।

১৬৪- যেমন মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেনঃ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (البقرة:١٨٦)

অর্থাৎ- হে নবী ! আমার বান্দাগণ যখন আমার ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, (তাদের বলে দিন) আমি তো নিকটেই আছি। আহ্বানকারী যখন আহ্বান করে থাকে, তার আহ্বানে আমি সাড়া দিয়ে থাকি। সুতরাং আমার নির্দেশ মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথ প্রাপ্ত হতে পারে। (আল বাক্বারাহঃ ১৮৬)

১৬৫- নবী ﷺ বলেছেনঃ নিশ্চয় যেই সত্ত্বার নিকট তোমরা দুআ করো, তিনি তোমাদের সওয়ারীর কাঁধ অপেক্ষাও তোমাদের নিকটবর্তী। (বুখারী ও মুসলীম)

১৬৬- আর কুরআন ও সুন্নাহ্‌তে যে আল্লাহ্‌র নিকটস্থ ও সাথে হওয়ার কথা আলোচিত হয়েছে, তা তাঁর সর্বোচ্চতার পরিপন্থী নয়। কারণ মহান আল্লাহ্‌র কোন গুণে, তাঁর মত কেউ নেই। তিনি নিকটে হওয়া সত্য ও সর্বোচ্চ হওয়াও সত্য এবং তিনি অতি নিকটে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

আল্লাহ্ ,তাঁর কিতাব সমূহ ও তাঁর রাসুলগণের প্রতি ঈমানঃ

এই অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছেঃ

প্রথম পরিচ্ছেদঃ একথার প্রতি ঈমান রাখা যে, কুরাআনে করীম আল্লাহ্র নাযিলকৃত বাণী, তাঁর সৃষ্টি নয় ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ একথার প্রতি বিশ্বাস যে, মুমিনগণ কিয়ামত দিবসে তাদের প্রতি-পালককে দেখবেন ।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ

একথার প্রতি বিশ্বাস যে, কুরআন আল্লাহ্র নাযিলকৃত বাণী,যা সৃষ্টি নয়।

তাঁর প্রতি ঈমান ও তাঁর গ্রন্থাবলীর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসের অর্ন্তভূক্ত হল ঃ

১৬৭- একথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যে, কুরআন করীম আল্লাহ্র অবতরণকৃত বাণী, যা সৃষ্টি নয়। (বরং তা আল্লাহ্র একটি গুণ) ।

১৬৮- আল্ কুরআনের সূত্রপাত আল্লাহ্ হতেই এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।

১৫৯- আর মহান আল্লাহ্ সত্যিকারে সঠিক অর্থে কুরআন করীম নিজ ভাষায় বলেছেন।

১৭০- আর এই কুরআন যা মহান আল্লাহ্ স্বীয় নবী মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি নাযিল করেছেন। তা সত্যিকার আল্লাহ্র বাণী, অন্য কোন ব্যক্তির বাণী নয় ।

১৭১- একথা বলা সঠিক নয় যে, আল্ কুরআন আল্লাহ্র বাণীর নকল অথবা তাঁর বাণীর নাম মাত্র ।

১৭২- বরং যখন মানুষ তা পাঠ করে বা মুস্হাফে লিখে, তখন তা সত্যিকার আল্লাহ্র বাণীর আওতা হতে বের হয়ে যায়না । কারণ কোন বাণী আসলে তারই বলে অভিহিত করা যায়, যে প্রথম সে বাণী বলে থাকে। তার বাণী কখনও বলা যায়না, যে ব্যক্তি সেই বাণী পৌছাবার উদ্দেশ্যে বলে থাকে ।

১৭৩- আল্ কুরআনের অক্ষর সমূহ ও তার ভাব, সমস্ত আল্লাহ্র বাণী । আল্লাহ্র বাণীর ভাব বাদ দিয়ে শুধু অক্ষরসমূহ আল্লাহ্র বাণী নয় এবং অক্ষর বাদ দিয়ে শুধু ভাবটুকুই আল্লাহ্র বাণী নয় ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ

একথার প্রতি ঈমান যে, মুমিনগণ কিয়ামতের দিবসে তাদের পালনকর্তাকে দেখবেন, এই বিষয়টি আল্লাহ্র, তাঁর কিতাব সমূহের ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমানের যে আলোচনা আমরা করেছি, তার অন্তর্ভূক্ত।

১৭৪- একথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য যে, মুমিনগণ কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ্কে স্বচক্ষে দেখবেন। যেভাবে সূর্য পরিষ্কার ভাবে এমন আকাশে দেখা যায়, যাতে কোন রকম

মেঘের আবরণ না থাকে। আর যেমন পূর্ণিমার চাঁদ দেখে থাকে এবং তা দেখতে কোন কষ্ট হয়না।

১৭৫- মুমিনগণ কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্ পাককে দেখবেন।

১৭৬- অতঃপর মুমিনগণ জান্নাতে যাওয়ার পর মহান আল্লাহ্ পাক যেমন ভাবে চাইবেন, তাঁরা তাঁকে দেখতে থাকবেন।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

পরকালের প্রতি বিশ্বাসঃ

এতে দুটো পরিচ্ছেদ রয়েছেঃ

প্রথম পরিচ্ছেদঃ সে সমস্ত বস্তুর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করা, যা মরণের পর হবে বলে নবী ﷺ জানিয়েছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ মহাপ্রলয় (কিয়ামত) ও তার ভয়ঙ্কর অবস্থা।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ

সে সমস্ত বস্তুর প্রতি ঈমান, যা মরণের পর হবে বলে নবী ﷺ জানিয়েছেন। আর পরকালের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভূক্ত হলঃ

১৭৭- সে সমস্ত জিনিসের প্রতি বিশ্বাস রাখা, যা মৃত্যুর পর হবে বলে নবী ﷺ জানিয়েছেন।

১৭৮- সুতরাং তাঁরা (আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত), কবরের ফিৎনা (পরীক্ষা নিরিক্ষা) এবং কবরের আযাব ও নেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখেন।

১৭৯- সুতরাং মানুষের কবরে পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবেঃ তোমার পালনকর্তা কে? তোমার দ্বীন কি?

তোমার নবী কে? তখন যারা মুমিন, তাদেরকে আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত বাণীর দ্বারা ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনে প্রতিষ্ঠা দান করে থাকেন। (সুরা ইবরাহীমঃ ২৭)

তাই মুমিন ব্যক্তি প্রতিউত্তরে বলবেঃ আমার পালনকর্তা আল্লাহ্, আমার দ্বীন হলো ইসলাম এবং আমার নবী হলেন মুহাম্মদ ﷺ।

পক্ষান্তরে সংশয়ে নিমজ্জিত ব্যক্তি বলবেঃ হায়,হায়! আমি কিছুই জানিনা। লোকদেরকে যেভাবে বলতে শুনেছি, তাই বলেছি। অতঃপর তাকে লোহার হাতুড়ী দ্বারা এমন ভাবে আঘাত করা হবে, যাতে সে এমন ভাবে চিৎকার করবে, যা মানুষ ব্যতীত সমস্ত জীব শুনতে পাবে। আর যদি মানুষ তা শুনতে পেত, তাহলে বেহুঁশ হয়ে যেত। (আহ্মদ, আবু দাউদ, হাদিস সহীহ্)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ

মহা প্রলয়ের দিবস ও তার ভয়ঙ্কর অবস্থাঃ

১৮০- অতঃপর কবরের এই পরিক্ষা নিরীক্ষার পর মহাপ্রলয়ের দিবস পর্যন্ত আল্লাহ্র পক্ষ হতে নিয়ামত অথবা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

১৮১- তারপর সমস্ত রুহগুলিকে তাদের দেহে ফেরৎ করে দেওয়া হবে।

১৮২- অতঃপর সেই কিয়ামত কায়েম হবে, যার সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ স্বীয় গ্রন্থে ও তাঁর রাসূলের ﷺ বাণীর মাধ্যমে জ্ঞাত করেছেন এবং তার প্রতি মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্যমত রয়েছে।

১৮৩- সুতরাং মানুষ তাদের কবর হতে বিশ্বজাহানের পালনকর্তার উদ্দেশ্যে খালি পায়ে, উলঙ্গাবস্থায় এবং খাতনা বিহীন অবস্থায় দণ্ডায়মান হবে।

১৮৪- আর সূর্য তাদের নিকটবর্তী হয়ে যাবে।

১৮৫- আর ঘামে তারা হাবুডুবু করতে থাকবে।

১৮৬- এবং দাঁড়ি পাল্লা কায়েম করা হবে। অতঃপর তাতে বান্দার আমল সমূহ ওজন করা হবে। এরশাদ হচ্ছেঃ

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (المؤمنون:١٠٢-١٠٣)

অর্থাৎ- যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই সাধন করেছে। তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। (সুরা আল মুমিনুনঃ ১০২-১০৩)

১৮৭- রেজিষ্টার সমূহ খুলে দেওয়া হবে। আর তা হচ্ছে, আমলনামা (যাতে পাপ ও পুণ্য লিপিবদ্ধ হবে)। তারপর অনেক মানুষ তাদের আমলনামা ডান হাতে ধারণ করবে। আবার অনেকে তাদের আমলনামা বাম হাতে অথবা পশ্চাত হতে ধারণ করবে।

১৮৮- যেমন কি মহান আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا * اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

(الاسراء : ١٣-١٤)

অর্থাৎ- আমি প্রত্যেক মানুষের কর্ম, তার গ্রীবা লগ্ন করে রেখেছি এবং কিয়ামত দিবসে আমি তার জন্য একটি কিতাব বের করে দিব, যা সে উম্মুক্ত রূপে পাবে। তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর। তোমার হিসাব গ্রহনের জন্য আজ তুমিই যথেষ্ট। (সুরা বনী ইসরাঈলঃ ১৩-১৪)

১৮৯- মহান আল্লাহ্ সৃষ্টি জগতের হিসাব নিবেন ।

১৯০- এবং আল্লাহ্ তাঁর মুমিন বান্দার সঙ্গে নির্জনে তার গুনাহ্ সমূহের অঙ্গীকার করাবেন। যেমন কি কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণনা করা হয়েছে ।

১৯১- আর কাফেরদের তাদের (মুমিনদের) মত হিসাব নিকাশ হবে না, যাদের নেকী ও বদী ওজন করা হবে। কারণ তাদের (কাফেরদের) কোন নেকী নেই। তবে কাফেরদের আমল সমূহ গণনা করা হবে ও তাদের থেকে সে সমস্ত গুনাহ সমূহের স্বীকারোক্তি নেয়া হবে এবং তার প্রতিদান দেয়া হবে ।

হাউজে কাওসার

১৯২- কিয়ামতের মাঠে নবী মুহাম্মদ ﷺ এর হাউজ (কাওছার) হবে ।

১৯৩- যার পানি দুধ অপেক্ষা সাদা এবং মধু অপেক্ষা মিষ্টি ।

১৯৪- সেই হাউজের পাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজীর সংখ্যার সমান ।

১৯৫- সেই হাউজের দৈর্ঘ্য এক মাসের পথ এবং তার প্রস্থ এক মাসের পথ ।

১৯৬- যে ব্যক্তি সেখানে তা হতে একবার পান করবে, সে তার পরে আর কখনও পিপাসিত হবে না ।

পুলসিরাত

১৯৭- জাহান্নামের উপর পুলসিরাত কায়েম করা হবে ।

১৯৮- আর পুলসিরাত সেই পুল, যা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থিত হবে ।

১৯৯- মানুষ নিজ নিজ আমল অনুযায়ী তার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। সুতরাং তাদের অনেকে চক্ষের পলকের ন্যায় অতিক্রম করবে। আবার কেউ তা বিদ্যুতের ন্যায় পার হবে। আর কতক লোক হাওয়ার মত বেগে পার হবে, কতক লোক দ্রুতগামী ঘোড়ার মত অতিক্রম করবে, কতক লোক উষ্ট্রারোহীর মত তা পার হবে, অনেকে দৌড়ে পার হবে, অনেকে সাধারণ গতিতে চলে পার হবে, অনেকে পাছার ভরে চলবে এবং অনেক মানুষ আচঁড় লেগে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। উক্ত পুলের উপর অনেক কাঁটা রয়েছে, মানুষকে তাদের আমল অনুযায়ী আঁচড় দিবে ।

২০০- অতএব যে ব্যক্তি পুলসিরাত পার হয়ে যাবে, সে অবশ্য জান্নাতে প্রবেশ করবে ।

২০১- সুতরাং পুলসিরাত অতিক্রম করার পর জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে এক পুলের উপর তাদেরকে দাঁড় করানো হবে। অতঃপর একে অপর থেকে কেসাস (অন্যায়ের প্রতিশোধ) নেবে । তারপর তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে ।

২০২- মুহাম্মদ ﷺ প্রথম ব্যক্তি, যিনি জান্নাতের দরজা খুলতে বলবেন ।

২০৩- আর সমস্ত উম্মতের মাঝে সর্ব প্রথম নবী মুহাম্মদ ﷺ এর উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবেন ।

২০৪- নবী মুহাম্মদ ﷺ এর কিয়ামতের দিনে তিন প্রকারের শাফাআত(সুপারিশ) হবে ।

২০৫- **প্রথম শাফাআতঃ** এই শাফাআত হাশরের ময়দানের সমস্ত লোকদের জন্য হবে, যেন তাদের বিচার ফয়সালা করা হয়। সমস্ত নবীগণ এই শাফাআত করতে অস্বীকার করবেন। তাঁদের মধ্যে হবেন, আদম عليه السلام, নুহ عليه السلام, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা বিন মারইয়াম عليه السلام। নবী মুহাম্মদ ﷺ তখন সুপারিশ করবেন।

২০৬- **দ্বিতীয় প্রকার শাফাআতঃ** নবী ﷺ জান্নাতীদের তাঁর উম্মতের জান্নাতে প্রবেশের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট অনুমতি চাইবেন। আর এই দুই প্রকারের শাফাআত শুধু মাত্র নবী মুহাম্মদ ﷺ করতে পারবেন।

২০৭- **তৃতীয় প্রকারের শাফাআতঃ** সেই সব ব্যক্তির জন্য হবে, যাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে যাবে। আর এই প্রকারের শাফাআত যেমন নবী ﷺ করবেন, তেমনি সমস্ত নবী ও রাসূলগণ, সিদ্দিকান, শহীদগণ এবং সৎ ব্যক্তিগণও করবেন। অনেক লোক এমন হবে যে, তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে যাবে। সেই সব লোকদের জন্য তাঁরা শাফাআত করবেন, যেন তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ না করা হয়। আর অনেকে এমন হবে, যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়ে যাবে, তাঁরা তাদের নরক থেকে বের করার জন্য শাফাআত করবেন।

২০৮- এছাড়াও নরক থেকে মহান আল্লাহ্ অনেক লোকদের বিনা শাফাআতে নিজ অনুগ্রহে বের করবেন।

২০৯- পৃথিবীর জান্নাতী মানুষেরা জান্নাতে প্রবেশ করার পরও অনেক জায়গা খালি রয়ে যাবে।

২১০- অতএব মহান আল্লাহ্ আরো অনেক মানুষকে সৃষ্টি করে তাদেরকে জান্নাতে স্থান দান করবেন।

২১১- পরকালে যেসব কাজ হবে, তা নিম্নরূপঃ হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও প্রতিদান এবং জান্নাত ও জাহান্নাম।

২১২- আর এ সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আসমানী গ্রন্থাবলীতে এবং নবীগণ হতে বর্ণিত জ্ঞানের মাঝে নিহিত রয়েছে ।

২১৩- তবে নবী মুহাম্মদ ﷺ হতে এ সম্পর্কে যে জ্ঞান পৌঁছেছে, তাই যথেষ্ট ও নির্ভরযোগ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি এ সমস্ত জ্ঞান অন্বেষণ করবে, সে অবশ্যই তা অর্জন করতে পারবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ভাল-মন্দ তক্দীরের প্রতি বিশ্বাসঃ এই অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসের প্রথম পর্যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসের দ্বিতীয় পর্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসের প্রথম পর্যায়ঃ নাজাত প্রাপ্তদল, আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ভাল-মন্দ তক্দীরের প্রতি বিশ্বাস রাখেন ।

২১৪- ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসের দুটি পর্যায় আছে এবং প্রতি পর্যায় দুটি বস্তুতে শামিল।

২১৫- সুতরাং প্রথম পর্যায়ে একথার বিশ্বাস করা যে, সৃষ্টি জগৎ কি কি কাজ করবে, তা মহান আল্লাহ্ তার সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত, অর্থাৎ- তাদের আনুগত্য, পাপাচার, রিযিক ও আয়ু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে একথার প্রতি বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ্ লাওহে মাহ্ফুজে (সংরক্ষিত ফলকে) সৃষ্টিরাজীর ভাগ্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

২১৬- সুতরাং সর্ব প্রথম আল্লাহ্ কলম সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে বলেনঃ লিখ! কলম বলল, আমি কি লিখব? তিনি বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, তুমি তা লিখ।
(আহমাদ-৫/৩১৭, আবু দাউদ-৪৭০০)

২১৭- মানুষেরা যে আপদ বিপদে নিপতিত হয় (যা ভাগ্যে লেখা আছে) তাতে ভুল হতে পারে না। আর যে আপদ-বিপদ ভাগ্যে লিখা নেই, তা কোন দিন ঘটতে পারে না। কলমের কালি শুকিয়ে গিয়েছে এবং ভাগ্য লিপি বন্ধকরে দেয়া হয়েছে।

২১৮- যেমন কি আল্লাহ্ পাক বলেছেনঃ

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير (الحج: ٧٠)

অর্থাৎ- তুমি কি অবগত নও যে, আসমান জমীনে যা কিছু রয়েছে, সে সকল কিছুই আল্লাহ্ অবগত রয়েছেন। নিশ্চয় তা কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আল্লাহ্র নিকট অবশ্যই ইহা সহজতর। (সুরা হজ্জঃ ৭০)

২১৯- আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب

من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير (الحديد: ٢٢)

অর্থাৎ- পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আপতিত হয়ে থাকে, তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আমি লিপিবদ্ধ করে থাকি। নিশ্চয় তা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজতর ।
(সুরা আল হাদীদঃ ২২)

২২০- আর এই তক্‌দীর যা আল্লাহ্ পাকের ইলম ও জ্ঞান অনুসারে ঘটে থাকে, তা অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত লিখা হয়েছে আবার অনেক ক্ষেত্রে বিস্তারিত।

২২১- সুতরাং আল্লাহ্ নিজ ইচ্ছানুযায়ী লাওহে মাহ্‌ফুজে (সংরক্ষিত ফলকে) ভাগ্য লিখেছেন।

২২২- অতঃপর যখন দেহে আত্মা প্রদানের পূর্বে গর্ভে অবস্থিত শিশুর দেহ সৃষ্টি করেন। তখন তার নিকট একজন ফেরেশ্‌তাকে চারটি কথা লিখার নির্দেশ দিয়ে পাঠান। উক্ত ফেরেশ্‌তাকে বলা হয়ঃ এর রেযেক,বয়স, কাজ-কর্ম এবং সৎ ও অসৎ হওয়া ইত্যাদি ।

২২৩- বিগত যুগে কট্টরপন্থি “ক্বাদ্‌রিয়া” (ভাগ্যকে অস্বীকার-কারী দল) উপরোক্ত তক্‌দীরকে অস্বীকার করত। আজকাল এই প্রকার তক্‌দীরকে অস্বীকারকারীদের সংখ্যা অল্প।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ

তক্দীরের প্রতি বিশ্বাসের দ্বিতীয় পর্যায়ঃ

২২৪- দ্বিতীয় পর্যায় হলোঃ মহান আল্লাহ্র চূড়ান্ত ইচ্ছা ও ব্যাপক ক্ষমতা ।

২২৫- আর তা হলোঃ একথার প্রতি বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ যা চান তাই হয়। আর যা চান না, তা হয় না।

২২৬- আসমান ও জমীনে যা কিছু হয়, আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাতেই হয়। তাঁর বিনা ইচ্ছায় গাছের একটি পাতাও নড়ে না ।

২২৭- মহান আল্লাহ্ পাক সে সমস্ত জিনিসের উপর, (যার অস্তিত্ব রয়েছে আর যার অস্তিত্ব নেই) সর্ব শক্তিমান।

২২৮- আকাশ ও জমীনে যে কোন সৃষ্টি রয়েছে, আল্লাহ্ পাকই তার সৃষ্টিকর্তা। তাঁর ছাড়া অন্য কোন স্রষ্টা নেই এবং তাঁর ছাড়া অন্য কোন পালনকর্তাও নেই।

২২৯- মহান আল্লাহ্ বান্দাদের তাঁর আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ হতে নিষেধ করেছেন।

২৩০- তাই তিনি সংযমশীল, একনিষ্ঠ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারীদের ভালবাসেন।

২৩১- আর আল্লাহ্ ঈমানদার ও সৎ কর্মশীলদের উপর সন্তুষ্ট হন, কাফেরদের ভালবাসেন না, ফাসেক (পাপিষ্ট) সম্প্রদায়ের উপর অসন্তুষ্ট হন এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেননা।

২৩২- তিনি স্বীয় বান্দাদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না এবং ফিতনা ফাসাদ ও বিপর্যয়ও ভালবাসেন না।

২৩৩- বান্দাগণ আসলে কর্ম করে থাকে এবং আল্লাহ্ তাদের কর্মের সৃষ্টিকর্তা।

২৩৪- আর বান্দা বলা হয়ঃ মুমিন, কাফের, সৎ - অসৎ, নামাযী ও রোযাদার সর্ব প্রকারের মানুষকে।

২৩৫- আর বান্দার নিজ আমলের (কাজ ও কর্মের) উপর শক্তি সামর্থ্য রয়েছে এবং স্বেচ্ছায় তা করে থাকে এবং মহান আল্লাহ তাদেরকে যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি শক্তি ও ইচ্ছাও সৃষ্টি করেছেন।

২৩৬- যেমন কি আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

(التكوير: ٢٨-٢٩)

অর্থাৎ- তোমাদের মধ্যকার সেই ব্যক্তির জন্য, যে সরল পথে চলতে ইচ্ছুক। তোমরা সমগ্র জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বহির্ভূত অন্য কোন ইচ্ছা করতে পারনা। (সুরা তাক্ভীরঃ ২৮-২৯)

২৩৭- তকদীরের এই পর্যায়টিকে অধিকাংশ কাদ্বরিয়াগণ (যাদেরকে নবী ﷺ এই উম্মতের মাজুস (অগ্নিপূজক) বলে আখ্যায়িত করেছেন) অস্বীকার করে।

২৩৮- আর যারা তকদীরে বিশ্বাসী, তাদের একটি দল এ সম্পর্কে বাড়াবাড়ী করে, বান্দার শক্তি ও ইচ্ছা এবং ক্ষমতাকে তাদের হতে ছিনিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহ্‌র কার্যাবলী ও বিধান হতে তার হেকমত ও গূঢ় রহস্যকে বহিষ্কার করেছে। (অর্থাৎ- আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানে কোন হেক্মত নেই।)

পঞ্চম অধ্যায়

নাজাত প্রাপ্তদল আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কতিপয় মূলনীতিঃ

এই অধ্যায়ে তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছেঃ

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ঈমান ও দ্বীন কথা ও কাজের নাম।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ রাসূলুল্লাহ্‌র ﷺ সাহাবীগণের সম্পর্কে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতামতের মোদ্দা কথা।
তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ আওলিয়াদের (সৎ কর্মশীলদের) কারামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ

দ্বীন ও ঈমান, কথা ও কাজের নাম

নাজাতপ্রাপ্ত দলের মূলনীতি হলো যেঃ
২৩৯- দ্বীন ও ঈমান কথা ও কাজের নাম। অন্তর ও জবানের কথাকে, অন্তর, জবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলকে (কাজ-কর্ম) দ্বীন ও ঈমান বলা হয়।
২৪০- আর নিঃসন্দেহে ঈমান সৎ কাজ করলে বাড়ে এবং গুনাহের কাজ করলে কমে যায়।
২৪১- তা সত্ত্বেও নাজাতপ্রাপ্ত দল এক ক্বিবলাতে (ক্বাবা শরীফে) বিশ্বাসী (মুসলিমদের) সাধারণ গুণাহ্ ও কাবীরা (বড়) গুণাহের কারণে কাফের মনে করেন না। যেমনটা খারেজীরা মনে করে থাকে। বরং কোন মুসলিম গুনাহে নিমজ্জিত হলেও ঈমানী ভ্রাতৃত্বও তার জন্য বহাল থাকবে।
২৪২- যেমন কি মহান আল্লাহ্ পাক ক্বিসাসের আয়াতে এরশাদ করেনঃ

فمن عفي له من أخيه شيء (البقرة: ١٧٨)

অর্থাৎ- তারপর যদি তার ভ্রাতার পক্ষ হতে কাউকে কিছু পরিমান মাফ করে দেওয়া হয়। (সুরা বাক্বারাহঃ ১৭৮)

২৪৩- আল্লাহ্ পাক আরো বলেনঃ

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين * إنما المؤمنون إخوة (الحجرات: ٩-١٠)

অর্থাৎ- মুমীনদের দুইদল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। তারপর তাদের একদল অপরদলকে আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারা ফিরে আসলে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ভাবে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। (সুরা হুজরাতঃ ৯-১০)

২৪৪- আর নাজাতপ্রাপ্তদল ফাসিক্ব (পাপিষ্ট) মুসলিমকে ঈমান ও ইসলামের আওতা থেকে বহিষ্কার করে না এবং তাকে স্থায়ী নরকবাসীও ধারণা করে না। যেমন কি মুতাযিলা দল বলে থাকে যে, ফাসিক্ব পাপীষ্ট স্থায়ী ভাবে নরকে থাকবে। বরং ফাসিক্ব ব্যক্তি ঈমানের গন্ডিতে শামিল রয়েছে।

২৪৫- যেমন মহান আল্লাহ্র এই উক্তিতে দেখতে পায়ঃ

فتحرير رقبة مؤمنة(النساء: ٩٢)

অর্থাৎ- যদি এমন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করে, যার সম্পর্ক এমন গোত্রের সাথে, যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে, তাহলে একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করতে হবে। (আন-নিসাঃ ৯২)

২৪৬- আবার কখনও তাদেরকে সাধারণ ঈমানের আওতায় নেয়া হয় না ।

২৪৭- যেমন কি মহান আল্লাহ্‌র বাণীতে বলা হয়েছেঃ

إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم (الانفال: ٢)

অর্থাৎ- মুমিন তো তারাই যাদের সামনে আল্লাহ্‌র নাম উল্লেখিত হলে তাদের অন্তর বিগলিত হয়ে যায়। (সুরাআনফালঃ ২)

২৪৮- নবী ﷺ বলেছেনঃ মুমিন যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হলে সেই অবস্থায় মুমিন থাকে না। মদ্যপান কারী মদ্যপান অবস্থায় মুমিন থাকে না। ছিনতাইকারী ছিনতাই করার সময় মানুষ যখন তার দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে, সেই অবস্থায় মুমিন থাকতে পারে না । (বোখারী ও মুসলিম)

২৪৯- এই ধরণের পাপীদের সম্পর্কে নাজাতপ্রাপ্ত দল আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলে যে, তারা দূর্বল ঈমানের মুমিন। অথবা বলে যে, তাদের ঈমান ও বিশ্বাস থাকায় তারা মুমিন এবং তাদের কাবীরা গুনাহ্ (বড় পাপ) থাকায় তারা ফাসিক্ব। সুতরাং তাদেরকে পূর্ণ মুমিন ও মুসলিম বলা যাবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এর সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদার সার কথা । (সংক্ষিপ্ত আক্বীদা)

২৫০- নবী ﷺ এর সাহাবা (সহচরগণ) সম্পর্কে নাজাতপ্রাপ্ত দলের অন্তর ও যবান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও গ্লানী মুক্ত থাকে।

২৫১-যেমন কি মহান আল্লাহ্ স্বীয় বাণীতে তাঁদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেনঃ

و الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ءامنوا ربنا إنك رءوف رحيم (الحشر: ١٠)

অর্থাৎ- যারা তাদের পর আগমন করেছে তারা বলে থাকে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভ্রাতৃগণকে ক্ষমা করে দাও। আর মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি করো না। হে আমাদের পালনকর্তা, নিশ্চয় তুমি অতীব দয়াশীল পরম করুণাময়। (সুরা হাশরঃ ১০)

২৫২- আর তারা নবী ﷺ এর আনুগত্যে, তাঁর এই বাণীর অনুসরণ করেনঃ আমার সাহাবাগণকে গালি-গালাজ করবেনা, কারণ সেই সত্ত্বার শপথ করি যার অধীনে আমার জীবন, তোমাদের কোন ব্যক্তি ওহুদ পর্বত সমপরিমাণ সোনা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, তবুও তাঁদের এক মুদ (৬০০ গ্রাম) বা আধা মুদ (৩০০ গ্রাম) দান খয়রাতের নেকী অর্জন করতে পারবেনা। (বোখারী হাঃ নং-৩৬৭৩, মুসলীম হাঃ নং-২৫৪১ এবং ২২২, এই হাদীসের বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী ؓ।

২৫৩- আর সাহাবায়ে কেরামগণের ফজিলত ও মান-মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন, সুন্নাহ্ (হাদীস) এবং ইজমা (মুসলিম ওলামাগণের ঐক্যমত) দ্বারা যা প্রমাণিত তা গ্রহন করেন।

২৫৪- সুতরাং তারা (নাজাতপ্রাপ্ত দল) যে সমস্ত সাহাবীগণ হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে আল্লাহ্‌র পথে জান ও মালকে উৎসর্গ করেছেন, তাদেরকে পরবর্তী কালে যারা আল্লাহ্‌র পথে জান ও মাল উৎসর্গ করেছেন, তাদের উপর ফজিলত ও মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

২৫৫- এবং মুহাজিরদেরকে আনসারীদের উপর মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

২৫৬- আর তারা ইহাও বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহ্ বদর যুদ্ধে উপস্থিত সাহাবীগণ সম্পর্কে বলেছেন, যাদের সংখ্যা ছিল ৩১০ জন, তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম। (বুখারী-৩০০৭, মুসলিম-২৪৯৫)

২৫৭- আর তারা এটাও বিশ্বাস করেন যে, যারা হুদায়বিয়া প্রান্তে গাছের তলায় নবী ﷺ এর সাথে বায়আত (শপথ) করেছিলেন, তাদের কোন একজনও নরকে যাবেনা। যেমন নবী ﷺ একথার সংবাদ দিয়েছেনঃ বরং আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। তাদের সংখ্যা ছিল ১৪০০ এরও অধিক ।

২৫৮- নবী ﷺ যে ব্যক্তির জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন, আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তার জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করে। যেমন দশজন সাহাবা (আশারা মুবাশ্শারাহ) সাবিত বিন ক্বায়স বিন শিম্মাস ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম।

২৫৯- আর নাজাতপ্রাপ্ত দল (আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত) ইহাও বিশ্বাস রাখেন, যা আমিরুল মুমিনীন, আলী বিন আবি তালিব رضي الله عنه ও অন্যান্য সাহাবাগণ হতে বিশুদ্ধ সূত্র দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী ﷺ এর পর এই উম্মাতের সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছেন, আবু বাক্র رضي الله عنه তারপর উমর رضي الله عنه তারপর হযরত উসমান رضي الله عنه এবং চতুর্থ স্থানের অধিকারী হলেন আলী رضي الله عنه। আর ইহা অনেক হাদীস দ্বারা প্রমানিত। (মুসনাদে আহমাদ- আলবানী সহীহ্ বলেছেন)

২৬০- অনুরূপ সাহাবাগণ খেলাফতের বায়আতের (শপথের) ক্ষেত্রে হযরত উসমান رضي الله عنه কে প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত হয়েছেন।যদিও আহ্লে সুন্নাতের কতিপয় বিদ্যানগণ হযরত

উসমান ও আলী ﷺ সম্পর্কে মতভেদ করেছেন যে, তাঁদের দুজনের কে উত্তম? তবে তারা হযরত আবু বাকর ও হযরত উমরের সর্বোত্তম হওয়ার ব্যাপারে একমত।

কিছু সংখ্যক লোকেরা হযরত উসমানকে ﷺ প্রাধান্য দিয়ে নীরব হয়েছেন অথবা হযরত আলী ﷺ কে চতুর্থ স্থান দান করেছেন। আর কিছু লোকেরা হযরত আলী ﷺ কে প্রাধান্য দিয়েছেন বা উত্তম বলেছেন। আর একদল আলেমরা এ সম্বন্ধে নীরব থেকেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আহ্‌লে সুন্নাতের নিকট সাব্যস্ত হয়েছে যে, হযরত উসমানের পর হযরত আলীর স্থান।

২৬১- যদিও হযরত উসমান ও হযরত আলী ﷺ দুজনের কে উত্তম? এই ব্যাপারটি কোন মৌলিক বিষয় নয়, যাতে বিরোধী দলকে গুমরাহ (পথভ্রষ্ট) বলা যেতে পারে। ইহাই অধিকাংশ আহ্‌লে সুন্নাতের মত।

২৬২- তবে যে ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের পথভ্রষ্ট বলা যেতে পারে তা হলো, খেলাফতের ব্যাপার। (অর্থাৎ কেউ যদি হযরত উসমানের বা হযরত আলী বা হযরত উমর অথবা হযরত আবু বকরের খেলাফতকে অস্বীকার করে, তাহলে সে গুমরাহ্ । (অনুবাদক)

২৬৩- কারণ তারা বিশ্বাস রাখে যে, রাসূল ﷺ এর পর খলীফা ছিলেন আবু বাকর অতঃপর উমর অতঃপর উসমান তারপর হযরত আলী ﷺ ।

২৬৪- এই চার খলীফার কোন একজনের খলীফা হওয়াই যে ব্যক্তি আপত্তি করে, সে তার পালিত গাধা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও জঘণ্য ।

২৬৫- নাজাতপ্রাপ্ত দল রাসূল ﷺ এর আহ্‌লে বায়ত (বংশধর মুসলিমদের) ভালবাসবে এবং তাদের শ্রদ্ধা করবে।

২৬৬- আর তারা আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এর অসিয়তের প্রতি যত্নবান, কারণ তিনি ﷺ গাদীরে খুম (একটি জায়গার নাম) এর দিন বলেনঃ আমার আহ্‌লে বায়তের (বংশধর) সম্পর্কে তোমাদেরকে উপদেশ দান করছি, আমার আহ্‌লে বায়ত সম্পর্কে তোমাদেরকে উপদেশ দান করছি।
(সহীহ্ মুসলিম-২৪০৮)

২৬৭- আর তিনি ﷺ নিজ চাচা হযরত আব্বাস رضي الله عنه কে বলেনঃ যখন তিনি আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট অভিযোগ করলেন যে, কুরায়শ গোত্রের কিছু লোকেরা হাশেম গোত্রের সাথে দুর্ব্যবহার করে, সেই সত্তার শপথ করে বলি যার হাতে আমার জীবন রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুমিন হতে পারবেনা, যতক্ষণ তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ও আমার আত্নীয়তার কারণে তোমাদেরকে না ভালবাসবে। (মুসনাদে আহ্‌মদ- যয়ীফ)

২৬৮- রাসূল ﷺ আরো বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক হযরত ইসমাইল (আঃ) এর বংশধরকে মনোনীত করেন এবং ইসমাইল (আঃ) এর বংশধর হতে কিনানাকে মনোনীত করেন। আর কিনানার গোত্র থেকে কুরায়শকে মনোনীত করেন, অতঃপর কুরায়শ বংশ থেকে হাশিম গোত্রকে মনোনীত করেন। তারপর হাশিম গোত্র হতে আমাকে মনোনীত করেন।
(সহীহ্ মুসলিম- ২২৭৬)

২৬৯- আর আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত রাসূল ﷺ এর বিবিগণকে (যাঁরা মুমিনদের মাতা) ভালবাসেন এবং মায়ের মতো শ্রদ্ধা করেন।

২৭০- আর একথায় অকাট্য বিশ্বাস রাখে যে, তাঁরা পরকালেও রাসূল ﷺ এর হারেমে থাকবেন।

২৭১- বিশেষ করে হযরত খাদীজা رضي الله عنها যিনি রাসূল ﷺ এর অধিকাংশ সন্তানদের মাতা, যিনি সর্ব প্রথম তাঁর প্রতি ঈমান

নিয়ে আসেন এবং তাঁর মিশনে সাহায্য সহযোগীতা করেন। আর রাসূল ﷺ এর নিকট তাঁর বড় মান মর্যাদা ছিল।

২৭২- আর হযরত (আবু বকর) ছিদ্দীকের কন্যা হযরত (আয়েশা) সিদ্দীকা, যাঁর সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন, নারী জাতির মাঝে আয়েশার ফযিলত ও মর্যাদা তেমনি, যেমন সারীদ এর, (মাংস মিশ্রিত চূর্ণ রুটি) অন্যান্য খাদ্যের উপর প্রাধান্য রয়েছে। (আরবদের নিকট) (বোখারী)

২৭৩- আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত রাফেযীদের (শীয়াহ্) ধর্ম হতে সম্পর্কহীন, যারা সাহাবাগণের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ রাখে এবং তাদেরকে গালাগালি করে। অনুরূপ নাসেবীদের ধর্ম পন্থা হতেও সম্পর্কহীন , যারা আলে বায়তকে (রাসূল ﷺ এর বংশধরকে) কথায় বা কাজে কষ্ট দিয়ে থাকে।

২৭৪- আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত সেসব দ্বন্দ্বের সমালোচনা ও পর্যালোচনা থেকে বিরত থাকে, যা সাহাবাদের মাঝে ঘটে ছিল ।

২৭৫- আর তাঁরা বলেন, সাহাবীগণের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, তা নিম্নরূপঃ অনেক বর্ণনা মিথ্যা ও জাল। অনেক আবার এমন, যাতে বাড়তি বা ঘাটতি করা হয়েছে অথবা তার বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। আর যা সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, তাতে তারা মাযুর (যার ওযর গ্রহন যোগ্য)। কারণ তাঁরা হয়তো এই ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করে সঠিক কাজ করেছিলেন, কিংবা ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে না পৌঁছে ভুল-ত্রুটিতে নিমজ্জিত হয়েছিলেন।

২৭৬- আহ্‌লে সুন্নাতের একথাই দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, প্রত্যেক সাহাবী বড় ও ছোট পাপ হতে নিরাপদ নন। বরং তাঁদের দ্বারাও গুনাহ্ খাত্বা হতে পারে।

২৭৭- আর তাঁদের যদি গুনাহও হয়ে থাকে, তবুও তাঁদের এমন পরিমাণ নেক আমল (সৎ কার্য সমূহ) ও গুণাবলী রয়েছে, যার কারণে তাঁদের গুনাহ্ ও ভুল-ত্রুটি মাফ হয়ে গিয়েছে।

২৭৮- এমন কি তাঁদের (সাহাবাগণের) যত গুনাহ্ খাত্বা মাফ হয়েছে, তা পরবর্তী লোকদের হতে পারে না। কারণ সাহাবাগণের যে পরিমাণ নেকী রয়েছে, তা তাঁদের পরবর্তীদের নেই, যা গুনাহ্ সমূহ মিটিয়ে দেয়।

২৭৯- রাসূল ﷺ এর পবিত্র বাণী দ্বারা প্রমাণিত যে, সাহাবাগণের যুগ হচ্ছে সর্বোত্তম যুগ। (বোখারী ও মুসলিম)

২৮০- আর কোন সাহাবী যদি এক মুদ (৬০০ গ্রাম) সাদাক্বা করে থাকেন, তা পরবর্তী লোকদের ওহুদ পর্বত সমপরিমাণ সোনার সাদাক্বা অপেক্ষা উত্তম।

২৮১- তার পরেও যদি কোন সাহাবীর দ্বারা কোন রকম গুনাহ্ হয়ে থাকে, তাহলে তিনি তা হতে তওবা করে নিয়েছেন অথবা এত বেশী নেক আমল করেছেন, যা তাঁর গুনাহ্ মোচন করে দিয়েছে। অথবা প্রথম শ্রেণীর মুসলিম হওয়ার কারণে তাঁকে ক্ষমা করা হয়েছে কিংবা মুহাম্মদ ﷺ এর শাফাআতের অধিক হকদার (বেশী অধিকারী)। বা ইহজগতে তাঁদের উপর এমন কিছু আপদ-বিপদ এসেছে, যা দ্বারা গুনাহের মোচন হয়ে গেছে।

২৮২- সুতরাং যখন তাঁদের গুণাহের এই অবস্থায় হয়, তাহলে যে সমস্ত দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে তাঁরা ইজতিহাদ করেছিলেন, তাতে আর কি বলা যেতে পারে। যদি ঠিক করে থাকেন, তাহলে দ্বিগুণ সওয়াব পেয়েছেন আর যদি ভুল করে থাকেন, তাহলে একগুণ সওয়াব পেয়েছেন এবং গুণাহ্ মাফ করা হয়েছে।

২৮৩- আর কতিপয় সাহাবাগণের কিছু কাজ-কর্মের উপর আপত্তি করা হয়েছে। তার পরিমাণ, তাঁদের নেক আমল ও ফজিলত এবং তাঁদের মর্যদার তুলনায় অতি অল্প। তাঁরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, তাঁর পথে জিহাদ, হিজরত (স্বদেশ হতে নির্বাসন) ও দ্বীনের সাহায্য

করেছেন। আর ফলদায়ক ইলম্ (শরীয়তের জ্ঞান) ও সৎ কাজ-কর্ম সম্পাদন করেছেন।

২৮৪- আর যে ব্যক্তি সাহাবীগণের জীবনের উপর জ্ঞানচক্ষু নিয়ে গবেষণা করবে এবং লক্ষ্য করবে যে, মহান আল্লাহ্ তাদের উপর যে নানা দিক দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন, সে ব্যক্তি অবশ্যই একথা নিঃসন্দেহে জানতে পারবে যে, তাঁরা নবীগণের পর সৃষ্টি জগতের উত্তম জাতি।

২৮৫- তাঁদের তুলনায় কেউ অতীতেও ছিল না আর ভবিষ্যতেও হবেনা।

২৮৬- আর তাঁরাই হলেন এই উম্মতের মনোনীত দল, যেই উম্মত হলো সর্বোত্তম ও আল্লাহ্র নিকট সম্মানিত জাতি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আওলিয়ায়ে কিরামের কারামতে বিশ্বাসঃ

আহ্লে সুন্নাতের মূলনীতি সমূহের অর্ন্তভূক্ত হলঃ

২৮৭- আল্লাহ্র অলীগণের কারামতে (অলৌকিক ঘটনায়) বিশ্বাসী হওয়া।

২৮৮- আর যে সব অলৌকিক ঘটনাবলী মহান আল্লাহ্ তাঁদের হাতে প্রকাশ করে থাকেন, যেমন বিভিন্ন প্রকারের ইলম্ ও জ্ঞান, কাশ্ফ, বিভিন্ন ধরনের শক্তি ও প্রতিক্রিয়া যা সুরা কাহাফ ও অন্যান্য সুরায় পূর্ববর্তী উম্মতের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। তেমনি এই উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার প্রথম সারির মুমিনগণ অর্থাৎ সাহাবাগণ, তাবেয়ীন এবং এই উম্মতের সর্বযুগের সৎ ব্যক্তিগণ হতে আল্লাহ্ তায়ালা কারামত প্রকাশ করে থাকেন।

২৮৯- আর কারামত এই উম্মতের কেয়ামত পর্যন্ত প্রকাশ পেতে থাকবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পথ ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্টাবলীঃ

এই অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছেঃ

প্রথম পরিচ্ছেদঃ রাসূল ﷺ এর হাদীস সমূহের ও পূর্ববর্তী মুমিনগণের পন্থার অনুসরণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রশংসনীয় বৈশিষ্টাবলী।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল ﷺ এর হাদীস সমূহের ও পূর্ববর্তী মুমিনগণের পন্থার অনুসরণ।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পন্থা হলঃ

২৯০- রাসূল ﷺ এর আদর্শের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ জীবনে অনুসরণ করা।

২৯১- এবং মুহাজিরগণ ও আনসারীগণ, যাঁরা প্রথম যুগের ইসলাম গ্রহনকারী তাঁদের পথের অনুসরণ করা।

২৯২- আর আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এর অসিয়তের (উপদেশ) অসুসরণ করা। যেহেতু তিনি ﷺ বলেনঃ আমার ও আমার পর হিদায়াত প্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাতকে (মতাদর্শকে) আঁকড়ে ধর, তাকে মজবুত করে ধর। দাঁতের মাড়ি দ্বারা ধারণ কর। নব আবিষ্কৃত জিনিস হতে বিরত থাক। কারণ প্রতিটি নবপ্রথা বিদআত, আর প্রতিটি বিদআত গুমরাহী (পথভ্রষ্টতা)। (আবু দাউদ- ৪৬০৭, ও তিরমিযী-২৬৭৬)

২৯৩- আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্‌র বাণীই হচ্ছে সর্বাধিক সত্য বাণী। আর উত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মদ ﷺ এর আদর্শ।

২৯৪- সুতরাং তাঁরা আল্লাহ্‌র বাণীকে যেকোন মানুষের কথার উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

২৯৫- এবং মুহাম্মদ ﷺ এর আদর্শকে যে কোন মানুষের মতাদর্শের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। তাই তাঁদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ্ ওয়ালা বলা হয়।

২৯৬- আর তাঁদেরকে জামাআত ওয়ালাও বলা হয়। কারণ জামাআতের অর্থই হচ্ছে একতাবদ্ধ হওয়া। আর তার বিপরীত হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা। যদিও পরবর্তীতে কোন একটি একতাবদ্ধ দলকে জামাআত বলা হচ্ছে।

২৯৭- আর ইজমা হল (ইসলামী বিধানের) তৃতীয় উৎস, যার উপর শরীয়তের (দ্বীনের বিধানের) ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

২৯৮- আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এই তিনটি (কিতাব, সুন্নাত ও ইজমা) জিনিস দ্বারা মানুষের সেই সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপনীয় কথা ও কার্য সমূহের মাপ করে থাকে, যার ধর্মের সাথে সম্পর্ক রয়েছে।

২৯৯- আর সেই ইজমাই গ্রহনযোগ্য যার উপর সালাফ-সলেহীনগণ (সাহাবা ও তাবেয়ীন) ইজমা (ঐক্যমত) পোষণ করেছেন। কারণ তাঁদের পরে মতানৈক্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই উম্মতের মাঝে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আহ্‌লে সুন্নাতের প্রশংসনীয় বৈশিষ্টাবলীঃ

অতঃপর আহ্‌লে সুন্নাত উপরোক্ত তিনটি মৌলিক উৎসের প্রতি বিশ্বাসের সাথে সাথে নিম্নোল্লিখিত কার্যাবলীও সম্পাদন করে থাকেনঃ

৩০০- শরীয়তের দৃষ্টিতে তাঁরা সৎ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন ও অন্যায় কাজ থেকে বাধা দান করেন।

৩০১- মুসলিম সরকার সৎ হোক কিংবা পাপী (অসৎ) আহ্‌লে সুন্নাত তাদের সাথে হজ্জ, জিহাদ, (ধর্মযুদ্ধ) জুম্‌আ ও ঈদ কায়েম করার মত পোষণ করেন।

৩০৩- তাঁরা মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য কল্যাণ কামনা করে থাকেন।

৩০৪- তাঁরা নবী ﷺ এর নিম্নলিখিত বাণীর প্রতি বিশ্বাস রাখেনঃ

রাসূল ﷺ এরশাদ করেনঃ এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য একটি ঘরের ন্যায়, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। (বোখারী ও মুসলিম)

তিনি ﷺ আরো বলেনঃ মুমিনদের এক অপরের সাথে ভালবাসায়, দয়াশীল হওয়ায় এবং সমবেদনা প্রকাশের উদাহরণ একটি দেহের ন্যায়। যখন দেহের কোন অঙ্গ রোগাক্রান্ত হয়, তখন সমস্ত দেহটি জ্বর ও অনিদ্রার মাধ্যমে উক্ত অঙ্গের সাথে সমবেদনা পেশ করে থাকে। (বোখারী ও মুসলিম)

৩০৫- আহ্‌লে সুন্নাত আপদ-বিপদে ধৈর্য্য ধারণের নির্দেশ দান করে, সচ্ছলতার সময় আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করতে বলে এবং তিক্ত তকদীরের (ভাগ্যের) উপর সন্তুষ্ট থাকার উপদেশ দান করে।

৩০৬- তাঁরা সৎ চরিত্র এবং উত্তম কার্যাবলীর দিকে আহ্বান করে ।

৩০৭- তাঁরা নবী ﷺ এর বাণীর প্রতি বিশ্বাস রাখেন। তিনি ﷺ বলেনঃ মুমিনদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার সেই ব্যক্তি, যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী।

৩০৮- আর তাঁরা (আহ্‌লে সুন্নাত) মানুষকে উৎসাহিত করে, যে ব্যক্তিসম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে, তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। যে ব্যক্তি কোন জিনিস হতে বঞ্চিত, তাকে প্রদান করবে। আর যে ব্যক্তি অন্যায় করে, তাকে ক্ষমা করে দেবে।

৩০৯- আহ্‌লে সুন্নাত মাতা-পিতার সেবা, আত্নীয়তায় সুসম্পর্ক, প্রতিবেশীদের সাথে সৎ ব্যবহার এবং ইয়াতীম (পিতৃহীন), দরিদ্র ও পথিকের সঙ্গে সদাচরণ আর কৃতদাসের সাথে নম্র ব্যবহার করার উপদেশ দিয়ে থাকে।

৩১০- আর অহংকার, আত্নগৌরব, অত্যাচার ও ন্যায় সঙ্গত হোক বা অন্যায় হোক, মানুষের উপর বাড়াবাড়ী করা হতে নিষেধ করে।

৩১১- আর তাঁরা উত্তম চরিত্রের নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

৩১২- এবং নোংরা চরিত্র থেকে নিষেধ করে থাকেন।

৩১৩- আর তাঁরা যা কিছু বলেন অথবা করেন, তার সম্পর্ক এই বিষয়ের সাথে হোক বা অন্য বিষয়ের সাথে হোক, তাতে তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুসারী।

৩১৪- আর তাঁদের পন্থা হল দ্বীনে ইসলাম, যা নিয়ে মহান আল্লাহ্‌ নবী মুহাম্মদ ﷺ কে প্রেরণ করেন।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বৈশিষ্ট্যঃ

৩১৫- নবী ﷺ এরশাদ করেনঃ নিঃসন্দেহে আমার উম্মত ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে, তাদের একটি দল ছাড়া সবগুলো নরকে

যাবে, আর সেই দলটি হলঃ "জামাআত"।(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা) (সহীহ, সিলসিলা সহীহ-২০৪)।

৩১৬- নবী ﷺ এর হাদীসে তিনি এরশাদ করেনঃ (একটি দল জান্নাতে যাবে) তাঁরা সেই লোক যাঁরা আমার ও আমার সাহাবীগণের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। (তিরমিযী,হাকেম মুসতাদরাক,সহীহ
(দেখুন সিলসিলা সহীহা আলবানী ২০৩-২০৪)।

সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতই একমাত্র হক্বপন্থি দল, যাঁরা খাঁটি ও নির্ভেজাল ইসলামকে শক্তভাবে ধারণ করে রেখেছেন।

৩১৭- আহলে সুন্নাতের মধ্যে শামিল রয়েছেনঃ সিদ্দীকগণ (অতি সত্যবাদী), শহীদগণ এবং সৎ-কর্মশীলগণ।

৩১৮- তাদের মাঝে রয়েছেন হিদায়াত প্রাপ্ত মনিষীগণ এবং মর্যাদা সম্পন্ন ও ফজিলতের অধিকারী ইসলামের উজ্জল তারকাগণ।

৩১৯- তাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহর অলীগণ। যাঁরা সালাফ-সালেহীনদের উত্তরসূরী ছিলেন।

৩২০-আর তাদের মাঝে রয়েছেন সে সমস্ত ইমামগণ, যাঁদের সততা ও জ্ঞান-গরীমার ব্যাপারে মুসলিম উম্মত একমত হয়েছেন।

৩২১- তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতই হচ্ছে সাহায্য প্রাপ্তদল, যাদের ক্ষেত্রে নবী ﷺ এরশাদ করেছেনঃ সর্বদা আমার উম্মতের একটি দল ন্যায়ের উপর কিয়ামত পর্যন্ত জয়ী থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে অথবা তাঁদের লাঞ্ছিত করতে চাইবে, তারা তাঁদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা। (বোখারী মুসলিম) (হাদীস মুতাওয়াতির)

পরিশিষ্টঃ

মহান আল্লাহ্‌র নিকট কামনা করি যেন তিনি আমাদেরকে তাঁদের (সাহায্যপ্রাপ্ত দলের) অর্ন্তভূক্ত করেন। এবং আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করার পর আমাদের অন্তর সমূহকে বক্র পথে ফিরিয়ে না দেন ও আমাদেরকে তাঁর নিকট হতে অনুগ্রহ প্রদান করেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরম দাতা ।

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা। দরুদ ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি, তাঁর বংশধর, সমস্ত নবী ও রাসূলগণ ও তাঁদের বংশধর এবং সমস্ত সৎকর্মশীলদের প্রতি।

সমাপ্ত

এই কিতাবটি পবিত্র রমজান মাসের দ্বিতীয় দশক সন ৭৩৬ হিজরীতে দামেস্কের মাদ্রাসা যাহেরিয়ায় লিখা সমাপ্ত হয়।

وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله

وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.